গোয়েন্দা টম সয়্যার

মূল : মার্ক টোয়েন

রূপান্তর : রকিব হাসান

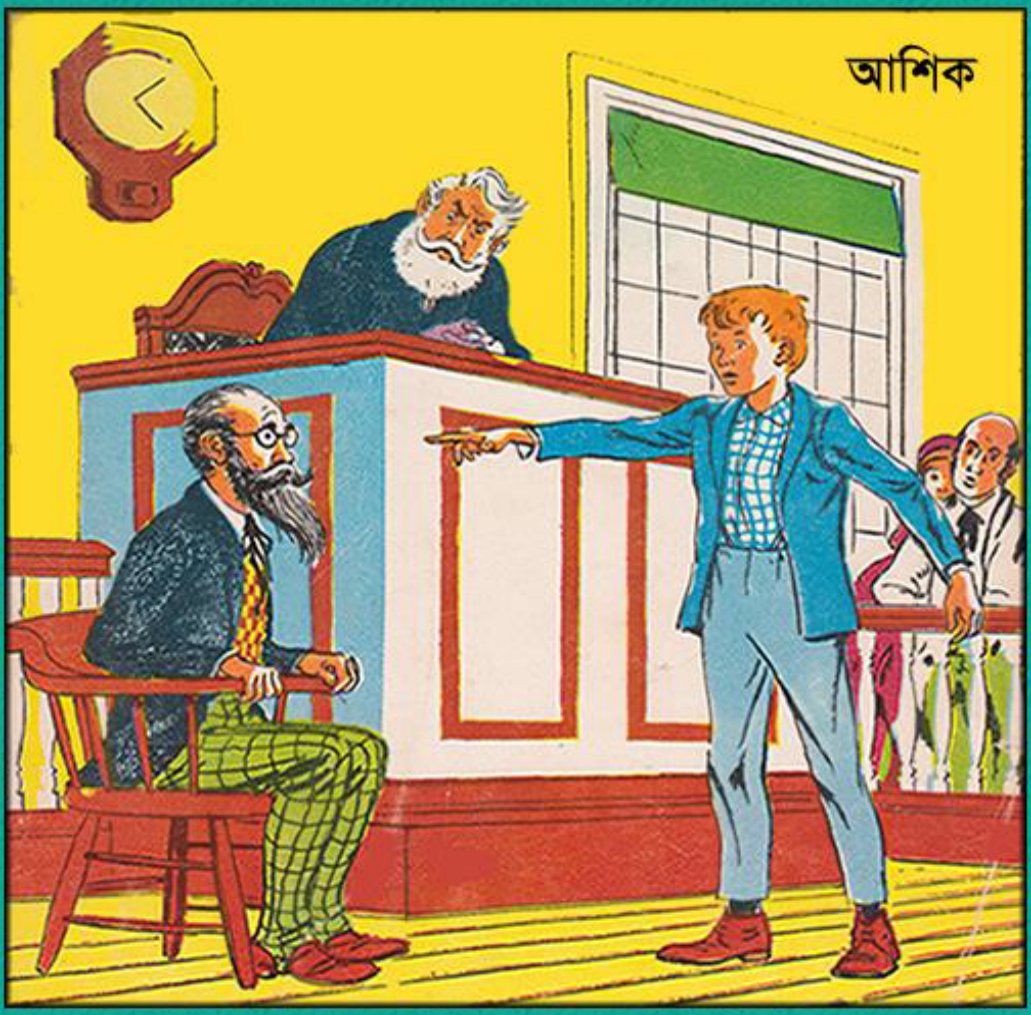

কিশোর ক্লাসিক

গোয়েন্দা টম সয়্যার

রকিব হাসান

আর্‌কান্‌সতে আংকেল সিলাসের ফার্মে বেড়াতে
এসেছে টম আর তার বন্ধু হাকলবেরি ফিন।
জড়িয়ে গেল এক চমকপ্রদ জটিল রহস্যে।
হীরা চুরি আর খুনের কেস।
অ্যাডভেঞ্চারের জন্যে তো মুখিয়ে থাকে দু'জনে।
হাতের কাছে পেয়ে আর কি ছাড়তে চায়?
আংকেল সিলাসকে যখন খুনের দায়ে অভিযুক্ত করা
হলো, আর ঠেকানো গেল না টমকে।
প্রতিজ্ঞা করল, যে করেই হোক,
মুক্ত করে আনবে আংকেলকে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

গোয়েন্দা টম সয়্যার

মূল : মার্ক টোয়েন

রূপান্তর : রকিব হাসান

প্রথম প্রকাশ : ১৯৯২

--- E-Book Created By ---
Md. Ashiqur Rahman

সেবা প্রকাশনী

এক : টম আর হাকের নিমন্ত্রণ

আমি হাক ফিন বলছি।

সেই যে, আর্‌কান্‌সতে টমের আংকেল সিলাসের ফার্ম থেকে পালিয়ে যাওয়ার অপরাধে বুড়ো চাকর জিমকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল, এবং তাকে উদ্ধার করেছিলাম আমি আর টম, তার পরের বছর বসন্ত কালের কথা। মাটিতে জমা বরফ গলতে আরম্ভ করেছে, তুষারকণা বিদায় নিচ্ছে বাতাস থেকে, একটি করে দিন যাচ্ছে আর খালি পায়ে হাঁটার দিন এগিয়ে আসছে; তারপর আসবে মারবেল খেলার সময়, তারপর মাম্বলটি পেগ, তারপর লাটিম, তারপর ঘুড়ি এবং তারপরেই হঠাৎ করে একদিন গরম পড়তে শুরু করবে। আর নদীতে সাঁতার কাটতে যেতে পারব। এসব ভাবনা একটা ছেলেকে খুব কাতর করে তোলে, ঘরে থাকতে মন চায় না, কেবলই ভাবে কবে আসবে সেই গরম। হ্যাঁ, এই সময়টায় সময় আর কাটতেই চায় না। বার বার বাইরে তাকায়, ফোঁস ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, বিচিত্র অস্থিরতায় বিষণ্ণ হয়ে যায় মন। কিছু একটা ঘটতে থাকে ছেলেটার ভেতরে, কিন্তু জানে না সেটা কি! বাইরে তুষারপাত বন্ধ, তাই পাহাড়ের ওপরে বনের কিনারে একটা নিরালা জায়গায়, যেখান থেকে চোখে পড়ে বিশাল মিসিসিপি, চলে গেছে মাইলের পর মাইল। বাঁকের কাছে একটা বিশেষ জায়গায় গাছগুলো কেমন ধোঁয়াটে-অস্পষ্ট, শান্ত, স্তব্ধ, আর এতোটাই নির্জন, অদ্ভুত একটা ভাবনা হয়, মনে হয় যে কজন মানুষকে তুমি ভালবাসতে তারা সবাই মরে গেছে, এবং তোমারও মনে হবে তুমিও মরে গিয়ে ওদের মাঝে চলে যাও, এখানকার সব কিছু চুলোয় যাক।

বাসন্তী জ্বরে আক্রান্ত হবে তুমি তখন। কি যে করতে চাও সেটাই বুঝতে পারবে না, তবে তোমার মর্মবেদনা শুরু হয়ে যাবে এটা ঠিক, উতলা হয়ে উঠবে তুমি—ওই জ্বর হলে যা হয়। তোমার মনে হবে তুমি পালাতে চাও, যেসব একঘেয়ে কাজ তোমাকে বিরক্ত করে তুলেছে সেসব থেকে, নতুন কিছু করার ইচ্ছে জাগবে। বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করবে, ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে করবে; ইচ্ছে করবে বহুদূরের অচেনা কোনও দেশে চলে যেতে, যেখানে সব কিছুই রহস্যময়, বিস্ময়কর এবং রোমাঞ্চকর। আর সেটা যদি করতে পার তাহলেই তুমি বেঁচে গেলে।

আমাকে আর টম সয়্যারকেও বাসন্তী জ্বরে ধরেছে। সাংঘাতিক অবস্থা আমাদের। কিন্তু টমকে বের করে নিয়ে যাওয়ার কোনও উপায় নেই। কারণ, টমের পলিখালা তাকে ইস্কুল বাদ দিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেবেন না। কাজেই বেরোনোর আশায় গুড়ে বালি। পড়ন্ত বেলায় একদিন সামনের সিঁড়িতে বসে কথা বলছি দু'জনে—এই সময় সেখানে এসে হাজির হলেন পলিখালা, হাতে একটা চিঠি। বললেন, 'টম, জিনিসপত্র গুছিয়ে নে। আর্‌কান্‌সতে যেতে হবে। তোর স্যালিখালা তোকে যেতে বলেছে।'

ধড়াস করে উঠল আমার বুক, আনন্দে। ভাবলাম, লাফিয়ে উঠে এখনি খালাকে জাপটে ধরবে টম, কিন্তু বিশ্বাস কর আর না-ই কর, একটুও নড়ল না সে, যেখানে ছিল সেখানেই বসে রইল পাথর হয়ে। একটা কথাও বলল না। তার এই বোকামি দেখে কেঁদে ফেলতে ইচ্ছে হলো আমার, এ রকম একটা সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করছে দেখে। সে কিছু না বললে, পলি খালাকে ধন্যবাদ না দিলে সুযোগটা হারানোর সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু কিছুই করল না টম, গভীর চিন্তায় মগ্ন। অস্থির হয়ে উঠলাম। কি করব বুঝতে পারছি না। এই সময় মুখ তুলে এমন একটা কথা বলল সে, গুলি করে মারতে ইচ্ছে করল তাকে। বলল, 'এখন! এখন যাব কি করে, পড়া আছে না!'

প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেলেন পলিখালা। টমের কথায় এতটাই রেগে গেলেন, পুরো আধ মিনিট বাকহারা হয়ে রইলেন তিনি। এই সুযোগে তার গায়ে কনুইয়ের গুঁতো মেরে ফিসফিসিয়ে বললাম, 'অ্যাই, করছিস কি, পাগল হয়ে গেলি?'

এতে কোনও রকম ভাবান্তর হলো না টমের। বিড়বিড় করে শুধু আমি বুঝতে পারি এমন ভাবে বলল, 'চুপ করে থাক, যা করার আমিই করছি।'

তাই তো! আমি মাথা ঘামাচ্ছি কেন? ঠিকই বলেছে ও। সব সময় ঠিকটাই বলে টম সয়্যার। এত ঠাণ্ডা মাথা আর দেখিনি। যা-ই করার চেষ্টা কর না কেন, ওকে ঠকাতেও পারবে না, আটকাতেও পারবে না। এতক্ষণে প্রচণ্ড রেগে গেছেন পলিখালা, কঠিন কণ্ঠে বললেন, 'আমি কিচ্ছু শুনতে চাই না। যা বলছি তাই কর। এখনি জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে রওনা হয়ে যা। আর একটা কথা বললে প্রথমে তোর পিঠের চামড়া ছাড়াব, তারপর—'

উঠে দাঁড়াল টম। সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় রাগ করে তার হাতে এক গুঁতো মারলেন পলিখালা, বুঝিয়ে দিলেন কথা না শুনলে কি পরিমাণ শাস্তি আসছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলল টম। যেন ইচ্ছের বিরুদ্ধে জোর করে পাঠানো হচ্ছে তাকে।

নিজের ঘরে ঢুকেই আমাকে জড়িয়ে ধরল সে। আনন্দ রাখার জায়গা পাচ্ছে না যেন। বলল, 'বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে কিছুই বলা যায় না। আমাকে যেতে দেয়ার ইচ্ছে বিন্দুমাত্র নেই পলিখালার। তবে এখন আর বাধা দেবে বলে মনে হয় না। নিজে চাপাচাপি করেছে যাওয়ার জন্যে, এখন আর আটকাতে পারবে না। আত্মসম্মানে লাগবে।'

দশ মিনিটেই নিজের একান্ত ব্যক্তিগত জিনিসগুলো গুছিয়ে ফেলল টম। বাকি জিনিস গুছিয়ে দিলেন পলিখালা আর টমের খালাত বোন মেরি। তারপর অপেক্ষার পালা। পলিখালার রাগ পড়ার। পড়তে আরও মিনিট দশেক। মুরগীর সঙ্গে খালাকে তুলনা করে টম বলে, খালার পালক যখন অর্ধেক খাড়া হয়, তখন বুঝতে হবে তার রাগ পড়তে দশ মিনিট লাগবে, আর পুরোটা হলে বিশ মিনিটের কম না। এখনকারটা পুরো খাড়া। তার পর আমরা নিচে নামলাম। চিঠিতে কি লেখা রয়েছে জানার প্রচণ্ড কৌতূহল মনে চেপে।

পলিখালা বসে আছেন। কোলের ওপর চিঠির বাদামী খামটা পড়ে রয়েছে। আমরা বসলে তিনি বললেন, 'বেশ ভাল বিপদে রয়েছে ওরা ওখানে। ওদের ধারণা, টম আর হাক সাহায্য করতে পারবে। আর আমার বিশ্বাস, এই সাহায্যটা ভাল করেই তোমাদের কাছ থেকে ওরা আদায় করে নেবে, হাক ফিন। ওদের একজন প্রতিবেশী আছে, নাম ব্রেস ডানলপ, ওদের মেয়ে বেনিকে বিয়ে করতে চায়। তিন মাস ধরে পটানোর চেষ্টা করেছে। শেষে বিরক্ত হয়ে 'না' বলে দিতে বাধ্য হয়েছে বেনির বাবা। এরপর যা হয়, ভীষণ খেপে গেছে লোকটা। আর ব্রেসের রেগে যাওয়াটা ওদের জন্যে ক্ষতিকর। তার সুনজরে থাকারই চেষ্টা করে ওরা। তাই তাকে খুশি করার জন্যে তার অপদার্থ ভাইটাকে নিজেদের খামারে চাকরি দিয়েছে, অথচ বেতন দিতে খুব কষ্ট হয়। সামর্থ্যই নেই বলা চলে। তাছাড়া ভাইটাকে পছন্দও করে না ওরা।' আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'ডানলপরা কারা?'

'আংকেল সিলাসের খামার থেকে মাইলখানেক দূরে থাকে ওরা, খালা,' বললাম আমি। ওখানে সব চাষীরাই মাইলখানেক দূরে দূরে থাকে। ব্রেস ডানলপ বড়লোক, গোলামের সংখ্যা অনেক। বউ মারা গেছে। ছত্রিশ বছর বয়েস। বাচ্চাকাচ্চা নেই। খুব টাকার গরম দেখায়। সবাই ভয় করে চলে তাকে। আমার মনে হয়, সে ধরেই নিয়েছে ওই এলাকার যে কোনও মেয়েকেই চাইলে পেয়ে যাবে। বেনিকে না পেয়ে খেপে গেছে সে কারণেই। বেনির বয়েস অর্ধেক, পাবেই

বা কি করে। আপনি তো তাকে দেখেননি খালা, খুবই সুন্দরী আর ভাল স্বভাবের মেয়ে। বেচারা আংকেল সিলাস! কপালটাই খারাপ তাঁর। নিজেরই চলে না, অথচ বাধ্য হয়ে চাকরি দিতে হয়েছে জুপিটার ডানলাপের মত একটা অকর্ম অপদার্থকে, তার বড়লোক ভাইয়ের ভয়ে।'

'জুপিটার? পেল কোথায় ওই নাম?'

'ওটা তার ডাকনাম। আসল নাম অনেক আগেই ভুলে গেছে লোকে। বয়েস সাতাশ। নামটা পেয়েছে প্রথম যেদিন সাঁতার কাটতে গিয়েছিল সেদিন। ইস্কুলের মাস্টার সাহেব দেখলেন, আধুলির সমান বড় বাদামী একটা তিল রয়েছে তার বা হাঁটুর ওপরে, আর ওটাকে ঘিরে ছোট ছোট আরও চারটি তিল। ওই সময় ন্যাংটো হয়ে ছিল সে। মাস্টার সাহেব বলে বসলেন তাকে দেখে জুপিটার আর তার চাঁদের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে তাঁর। অন্য ছেলেদের কাছে বেশ মজার মনে হলো কথাটা। ব্যস, জুপিটার ডাকতে আরম্ভ করল তাকে। সেই থেকেই জুপিটার হয়ে গেছে সে। লম্বা। অলস। চাপা স্বভাবের। চুরি-দারির স্বভাব আছে। শয়তান লোক। কেউ দেখতে পারে না তাকে। লম্বা লম্বা বাদামী চুল রাখে মাথায়। একটা পয়সা নেই। কিছুই দেয় না তাকে ব্রেস। তার ফেলে দেয়া, পুরানো কাপড়-চোপড় পরে জুপিটার। ভাইয়ের গালমন্দ শোনে সারাক্ষণ। একটা যমজ ভাই আছে তার।'

'অন্য যমজটা কেমন দেখতে?'

'লোকে তো বলে জুপিটারের মতই। সাত বছর ধরে তার কোনও খোঁজ নেই। উনিশ-বিশ বছর বয়সে ডাকাতি করে ধরা পড়ে জেলে গেল। পালাল কিছুদিন পরেই। এদিকে, আমাদের এই উত্তরেই নাকি চলে এসেছিল। এদিকে এসেও পুরানো ব্যবসাই ধরল। চুরি, ডাকাতি, এসব। সেটা অনেক বছর আগের কথা। লোকে বলে, এখন সে বেঁচে নেই। অনেক দিন আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি তার।'

'নাম কি ওর?'

'জেক।'

বেশ কিছুক্ষণ আর কোনও কথা নেই। চুপ করে ভাবছেন পলিখালা। অবশেষে মুখ খুললেন আবার, 'স্যালি পড়ে গেছে বিপদে। তার স্বামী খালি মেজাজ দেখায়। জুপিটার লোকটাই মাথাটা গরম করে দিয়েছে তার। স্যালির হয়েছে জ্বালা।'

কথাটা শুনে অবাক হয়েছে টম। আমিও হলাম।

টম বলল, 'মেজাজ? আংকেল সিলাসের? বলো কি খালা! তাঁর মেজাজ আছে বলেই তো জানতাম না, এত ঠাণ্ডা মানুষ।'

'এখন হয়েছে। ভয়ানক মেজাজ। স্যালি তো তাই লিখেছে। পারলে নাকি একেক সময় জুপিটারকে ধরে পেটায়।'

'অবাক কাণ্ড,' আমি বললাম। 'এরকম কথা তো শুনিনি। আংকেল সিলাস তো মাটির মানুষ ছিলেন।'

'এখন বদলেছে। সে জন্যেই আরও বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে স্যালি। একেবারেই নাকি অন্য মানুষ হয়ে গেছে সিলাস। পাড়াপাড়শীরাও কানাঘুষা শুরু করেছে। সমালোচনা করছে। এসব ঝগড়াঝাঁটি নাকি পছন্দ করতে পারছে না ওরা। ওদের বক্তব্য, পাদ্রী হবেন পাদ্রীর মত, নরম, শান্ত, ভদ্রলোক। তাঁর এসব ঝগড়া করা মানায় না। স্যালি জানিয়েছে গির্জায় যেতেই নাকি এখন লজ্জা করে সিলাসের। লোকেরা তার সঙ্গে শীতল ব্যবহার করে। জনপ্রিয়তা কমে গেছে।'

'আশ্চর্য! এত ভাল একজন মানুষ... এত মমতা, উদাস, দেখলেই ভালবাসতে ইচ্ছে করে... একজন ঋষির মত লোক, এরকম হয়ে গেলেন! কি হয়েছে, কিছু বুঝতে পারছেন?'

দুই : জেক ডানলপ

ভাগ্য খুবই ভাল বলতে হবে আমাদের। কারণ একটা স্টার্ন হুইলার জাহাজ পেয়ে গেলাম। সেইন্ট লুইতে স্টীমবোট বদল না করেই আমরা লোয়ার মিসিসিপি ধরে পৌঁছে যেতে পারব আর্‌কান্‌সতে আংকেল সিলাসের ফার্মে। চমৎকার একটা জাহাজ। যাত্রী তেমন নেই। যারা আছে সবাই বয়স্ক মানুষ, বৃদ্ধই বেশি। কারও সঙ্গে কারও যোগাযোগ নেই, আলাদা আলাদা বসে হয় ঢুলছে নয়ত উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে কোনও একদিকে। চুপচাপ। পুরো এক হাজার মাইলের ধাক্কা। চারদিন ধরে একটানা চলল জাহাজ। অনেকের জন্যেই বিরক্তিকর হতে পারে, কিন্তু আমাদের জন্যে নয়। বাড়ি থেকে তো বেরোতে পেরেছি। বেড়াতে যেতে পারছি।

শুরুতেই একটা ব্যাপার নজরে পড়ে গেল আমার আর টমের। মনে হলো, স্টেটরুমে কেউ অসুস্থ। পাশের ঘরটাই আমাদের, এত তাড়াতাড়ি জানতে পারলাম সে জন্যেই। ও ঘরে সব সময় খাবার দিয়ে যায় ওয়েইটার। কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে টম জিজ্ঞেসই করে ফেলল, 'ব্যাপার কি? কেউ অসুস্থ নাকি?'

ওয়েইটার জানাল, 'দেখে তো মনে হয় না।'

'তাহলে কি অসুখ করেনি?' জানতে চাইল টম।

'কি জানি। হয়তো করেছে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, অসুখ-টসুখ কিছু না। ভান।'

'কেন একথা মনে হলো?'

'অসুস্থ হলে কাপড়চোপড় মাঝেসাঝে তো খুলতই। কিন্তু এই লোক কখনোই খোলে না। এমনকি জুতো পর্যন্ত খোলে না পা থেকে।'

'ঘুমোতে যখন যায়। তখনও না?'

'না।'

রহস্যের গন্ধ পেলে আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না টমকে। যদি এক প্লেট পাই আর একটা রহস্য আমাদের সামনে রেখে দিয়ে বলা হয় কোনটা নেব, অবশ্যই রহস্যটা বেছে নেব আমরা। নিতে হবে আরকি, অন্তত আমাকে, বাধ্য হয়ে। কারণ পাই দেখলেই আমি তার পেছনে ছুটব, আর টম লাগবে রহস্যের পেছনে।

যুক্তিতর্ক কোনও কিছুতেই তার সঙ্গে পেরে উঠব না আমি। কাজেই পাই ফেলে রহস্যের পেছনে যেতেই আমাকে বাধ্য করবে সে। কি আর করা। এইই মানুষের স্বভাব। যাই হোক, ওয়েইটারকে জিজ্ঞেস করল টম, 'লোকটার নাম কি?'

'ফিলিপস।'

'কোন্ জায়গা থেকে উঠেছে?'

'যদ্দূর মনে হয় আলেকজান্দ্রিয়া থেকে।'

'কোনও বদবুদ্ধি নেই তো?'

'জানি না। তোমাদের সঙ্গে কথা বলার আগে এমন করে ভাবিইনি।'

'আর কোনও অদ্ভুত কিছু? কথায় কিংবা আচরণে?'

'না। কিচ্ছু না। শুধু কেমন যেন ভয়ে ভয়ে থাকে সারাক্ষণ আর দিনরাত সব সময় দরজায় তালা লাগিয়ে রাখে। টোকা দিলে আগে সামান্য একটু ফাঁক করে পাল্লা। কে এসেছে, দেখে নেয়। তারপর খোলে।'

'মজা তো! বেশ, আমি যাব। দেখতেই হবে কেমন লোক। একটা কাজ করতে পারেন? পরের বার যখন আপনি খাবার নিয়ে যাবেন, দরজাটা ফাঁক করে খুলে ফেলবেন, যাতে...'

'তা করা যাবে না। দরজার একেবারে গা ঘেঁষেই দাঁড়িয়ে থাকে সে। আটকে রাখে। পাল্লা খুলে দিয়ে তাকে দেখানোর জো নেই।'

ভাবল টম। তারপর বলল, 'তাহলে আরেক কাজ করুন। আপনার অ্যাপ্রনটা আমাকে দিন। সকালের নাস্তা আমি নিয়ে যাব। পয়সা দেব আপনাকে।'

দ্বিধা করতে লাগল ওয়েইটার। ঘুষেরই জয় হলো। রাজি হলো সে। তবে একটা কথা আছে। হেড স্টুয়ার্ড যদি তাকে এ কাজ করতে দিতে রাজি হয়, তবেই পারবে। সে জন্যে অসুবিধে হবে না, টম বলল। হেড স্টুয়ার্ডকে রাজি করাতে পারবে সে। এবং সেটা করে ছাড়ল। শুধু অ্যাপ্রনই নয়, ওয়েইটারের পোশাকের ব্যবস্থাও হয়ে গেল।

রাতে ভাল করে ঘুমাতে পারল না টম। উত্তেজনায় ঘামতে লাগল। কখন সকাল হবে, কখন নাস্তা নিয়ে যাবে, আর কখনই বা ফিলিপস রহস্যের কিনারা করবে, এই হলো তার চিন্তা। সারাটা রাত নানা রকম সম্ভাবনার কথা ভাবল সে। আমার বিশ্বাস, এসব অহেতুক ভাবনা। শুধু শুধু মাথা গরম করা। লাভ কি? আমি ওরকম করলাম না। সারা রাত আরামে ঘুমোলাম। ফিলিপসের ব্যাপারে কোনও আগ্রহই নেই আমার।

তবে সকালে উঠে আমাকেও টমের সঙ্গে ওয়েইটারের পোশাক পরতে হলো। ট্রে নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম দরজার সামনে। টোকা দিল টম। পাল্লা ফাঁক করে আমাদের দেখল লোকটা। সরে গিয়ে খুলল। আমরা ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দিল আবার। তার মুখের দিকে তাকিয়ে আরেকটু হলেই হাত থেকে ট্রে ফেলে দিয়েছিলাম। টম তো প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে, জুপিটার ডানলপ, আপনি কোত্থেকে?'

লোকটাও অবাক হলো। যেন ঠিক করতে পারছে না—ভয় পাবে, খুশি হবে, নাকি দুটোই হবে? শেষে খুশিই হলো। রঙ ফিরল চেহারার। রক্ত সরে গিয়ে সাদা হয়ে গিয়েছিল। বলল, 'আমি জুপিটার ডানলপ নই। তবে তোমাদেরকে বলতে পারি আমি কে, যদি কথা দাও, একথা কাউকে বলবে না। আমি ফিলিপসও নই।'

টম বলল, 'ঠিক আছে বলব না। তবে আপনাকে আর পরিচয় দিতে হবে না।'

'কেন?'

'কারণ, জুপিটার না হলে আপনি তার যমজ ভাই, জেক। দু'জনেরই চেহারা এক।'

'হ্যাঁ, আমি জেক। কিন্তু তুমি চিনলে কি করে? ডানলপদেরকে আগে থেকেই চেন নাকি?'

আগের গ্রীষ্মে আংকেল সিলাসের খামারে গিয়ে যে অ্যাডভেঞ্চারে জড়িয়ে পড়েছিলাম সে কথা খুলে বলল টম। যখন জানল ডানলপদের সমস্ত কথাই জানি আমরা, আর লুকোছাপার মধ্যে গেল না। বেশ খোলাখুলিই কথা বলতে লাগল আমাদের সঙ্গে। নিজের কথা গোপন করল না। জানাল, বিপজ্জনক পেশা বেছে নিয়েছে সে, তবে...

থেমে গেল হঠাৎ। কান পাতল শোনার জন্যে। আমরা চুপ করে রইলাম। দোল খাওয়ার সময় জাহাজের কাঠের জোড়ার ক্যাঁচকোঁচ আর ইঞ্জিনের একঘেয়ে ঝিকঝিক ঝিকঝিক ছাড়া আর কোনও শব্দ শোনা গেল না।

কি করে তিন বছর আগে মারা গেছে ব্রেসের স্ত্রী, ব্রেস তারপর বেনিকে বিয়ে করতে চেয়েছে, নিরাশ করেছেন আংকেল সিলাস, ব্রেসের রোষ থেকে বাঁচার জন্যে তার ভাই জুপিটার ডানলপকে কাজ দিয়েছেন নিজের খামারে, তার পর থেকেই মেজাজ খিঁচড়ে গেছে আংকেলের, সব সময় মাথা গরম করে রাখেন

আর ঝগড়া করেন, বললাম আমরা।

অনেক সহজ হয়ে এলো সে। বলল, 'খুব ভাল লাগছে। সেই পুরানো দিনগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠছে। নিজেদের কথা, দেশের কথা, আহা কি সুন্দর! সাত বছর হলো বাড়ি ছেড়েছি আমি, কারও কথা জানি না। আমার কথা কি বলে ওরা?'

'কারা?'

'চাষীরা? আমার আত্মীয় স্বজনরা?'

'কিছুই বলে না।'

'কেন?' অবাক হলো জেক।

'তাদের বিশ্বাস আপনি মারা গেছেন।'

'বল কি!' চমকে গেল সে।

'ঠিকই বলছি। সবারই ধারণা আপনি মারা গেছেন।'

'তার মানে আমি বেঁচে গেলাম! বেঁচে গেলাম! বাড়ি যেতে পারব এখন! আমাকে লুকিয়ে রাখতে পারবে ওরা! বাঁচাতে পারবে! তবে সেটা নির্ভর করে তোমাদের ওপর। মুখ বন্ধ রাখবে কথা দিয়েছ। তোমাদেরকে অনুরোধ করছি আমি, আমার কথা কাউকে বোলো না। বুঝতে পারছ, কতটা কষ্টে রয়েছি আমি? পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয়। পরিচিত কাউকে মুখ দেখানোর জো নেই। তোমাদের কোনও ক্ষতি করিনি আমি, কখনও করবও না। এখন শুধু তোমরাই আমাকে বাঁচাতে পারো।'

কাউকে কথা দিলে সেটা রাখি আমি আর টম, একটা কুকুরকেও যদি দিই তাহলেও। আবার বললাম তার কথা কাউকে জানাব না আমরা। এত খুশি হলো সে, জড়িয়ে ধরে কেবল আমাদেরকে চুমু খেতে বাকি রাখল।

কথা বলতে থাকলাম আমরা। ছোট একটা ব্যাগ বের করে সেটা খুলল জেক। আমাদেরকে পেছন ফিরে দাঁড়াতে বলল। দাঁড়ালাম। তারপর আবার যখন ঘুরে দাঁড়াতে বলল, ফিরে দেখি একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেছে সে। চোখে নীল চশমা। নাকের নিচে বাদামী গোঁফ। বাদামী দাড়ি। এমন অবস্থা যে, ওর মা-ও এখন ওকে দেখলে চিনতে পারত না। জিজ্ঞেস করল, এখনও কি তার ভাই জুপিটারের মত লাগছে?

'না,' টম বলল। 'কেবল চুল বাদে। একই রকম রয়েছে।'

'এরও ব্যবস্থা করা যাবে,' জেক বলল। 'ছেঁটে ছোট ছোট করে ফেলব।

জুপিটার আর ব্রেসকে তখন কারও কাছে আর কৈফিয়ত দিতে হবে না। সহজেই জায়গা দিতে পারবে আমাকে। তোমাদের কি মনে হয়?'

আরেক বার ভাল করে জেককে দেখল টম। তারপর বলল, 'আমি আর হাক বলব না। আপনাকেও মুখ বন্ধ রাখতে হবে। নইলে বিপদে পড়ে যেতে পারেন। কারণ, লোকে আপনার গলা চিনে ফেলতে পারে। পরিচিত তো অনেকেই আছে। আপনি যে জুপিটারের যমজ বুঝে ফেলবে।'

'ঠিক বলেছ! খুব বুদ্ধি তোমার। তার মানে, লোকের সামনে বোবা কালা সেজে থাকতে হবে আমাকে। কথাও বলতে পারি না, কানেও শুনি না, ও রকম। ভুলটা ধরিয়ে দিয়ে বাঁচিয়েছ। বাড়ি গিয়ে উল্টোপাল্টা কিছু করে বসলে... আসলে বাড়ি যাওয়ার জন্য বেরোইনি আমি। পালাচ্ছি। ওরা পিছু লেগেছে আমার। ওদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে যেখানে খুশি যেতে রাজি আছি আমি। ছদ্মবেশ নিয়ে, অন্য কাপড় পরে...'

আচমকা লাফিয়ে উঠে দরজার কাছে চলে গেল সে। কান পাতল দরজায়। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা। অল্প অল্প হাঁপাচ্ছে। ফিসফিস করে আমাদেরকে বলল, 'পিস্তল কক করল বলে মনে হলো! হায়রে খোদা, কি জীবনই না বেছে নিলাম!'

ফিরে এসে ধপ করে বসে পড়ল চেয়ারে। অসুস্থ হয়ে পড়েছে যেন। শরীরের ভার বইতে পারছে না। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল।

তিন : হীরা ডাকাতি

তারপর থেকে বেশির ভাগ সময় জেকের সঙ্গেই কাটাতে লাগলাম আমরা। এমনকি একজন করে রাতে থাকতেও শুরু করলাম তার কেবিনে। খুশি হলো সে। জানাল, একা থাকতে খুব খারাপ লাগে তার। একা একা চুপ করে থাকা, কথা বলার মানুষ নেই, ভালো লাগে না। তার কিছু গোপনীয়তা আছে, সেটা জানার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলাম। টম বলল, কৌতূহলটা চেপে রাখতে হবে। প্রকাশ করা যাবে না। মুখ ফসকে নিজেই একদিন বলে ফেলবে জেক। আমরা জিজ্ঞেস করতে গেলে সতর্ক হয়ে যাবে, শামুকের মত গুটিয়ে ফেলবে নিজেকে, তখন আর কোনও কথাই বের করা যাবে না তার পেট থেকে। ঠিকই অনুমান করেছে টম। জেক যে বলতে চায় না তা নয়, বলতে বলতে চলে আসে আসল কথায়, শুরু করেই কি ভেবে থেমে যায়, চলে যায় আরেক কথায়। আমাদেরকে নানা কথা জিজ্ঞেস করে সে, অদ্ভুত লাগে আমার কাছে। এই যেমন, বার বার নিচের ডেকের যাত্রীদের সম্পর্কে জানতে চায়। আমরা বলি। কিন্তু সে সন্তুষ্ট হতে পারে না। যেন আমরা ঠিকমত বলতে পারিনি। আরও ভাল করে বলতে অনুরোধ করে। টম বলে। তাতেও খুশি হতে পারে না জেক। টম তখন সবচেয়ে খারাপ চেহারা আর বিশালদেহী লোকটার কথা বলে। কিংবা বলে ডাকাতে চেহারার কোনও মানুষের কথা। শিউরে ওঠে জেক। কাঁপা নিঃশ্বাস পড়ে। বলে, 'খোদা, ওদেরই একজন ও! জাহাজেই আছে, যা সন্দেহ করেছি। ওদের চোখ এড়িয়ে পালাতে পারিনি। পারব সেটা ভাবিওনি আমি। বলে যাও।'

আরেকজন রুক্ষ চেহারার মানুষের কথা বলে তখন টম। আবার কেঁপে ওঠে জেক। বলে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি! আরেকজন! ইস্, রাতে ঝড়বৃষ্টি শুরু হত যদি! জাহাজ ভেড়ার সঙ্গে সঙ্গে নেমে যেতে পারতাম। ওদের চোখে আর পড়তে হত না। জানো, ওরা আমার ওপর নজর রাখছে। মদ কেনার জন্যে নিচে থেকে ওপরে ওঠে, তাতে বাধা দেয় না জাহাজের লোকেরা। নিশ্চয় তখন ওপরের ডেকের কাউকে ঘুষ দিয়ে বলে যায় আমার ওপর নজর রাখতে। পোর্টার, কেবিন বয়, ঘুষ পেলে খুশি হয়েই কাজ করবে ওরা। আমি জাহাজ থেকে নেমে গেলেই খবর পেয়ে যাবে যারা আমার পিছু নিয়েছে। অন্ধকার রাত হলে আর সে ভয় থাকত না।'

এরকম ভাবে একই ধরনের আলোচনা বার বার করে জেক। তবে সেদিন আরেকটু আগে বাড়ল আলোচনা। কিছুক্ষণ কথা বলে উঠে গেল সে। পায়চারি করতে লাগল। চিন্তিত ভঙ্গি। বলবে কি বলবে না সেটা নিয়েই যেন দ্বিধায় পড়ে গেছে। শেষে মনস্থির করে নিয়েই বোধহয় আবার এসে বসল চেয়ারে। বলল, 'ব্যাপারটা গোপনই রেখেছিলাম এতদিন। তবে মনে হচ্ছে তোমাদেরকে বলে দেয়াই ভালো। কয়েকজন মিলে কাজটা করার পরিকল্পনা করেছিলাম আমরা। সেইন্ট লুইয়ের এক গহনার দোকানে ডাকাতি করব। অনেক বড় দুটো হীরা দেখেছি দোকানে। অনেকেই দেখতে যায় ওগুলো। আমরাও গিয়েছিলাম। দেখার পরই ঠিক করলাম, সরাব। দিনের বেলায়ই করে ফেললাম কাজটা। দোকানদারকে খবর পাঠালাম আমরা ওগুলো কিনতে চাই। হোটেলে যেন পাঠিয়ে দেয়া হয়। নকল পাথর আগেই রেডি করে রেখেছিলাম। নিয়ে এলো দোকানদারের লোক। অনেকক্ষণ সময় নিয়ে সেগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভালোমত দেখার ভান করলাম। সুযোগ মত আসলগুলো লুকিয়ে নকলগুলো ফেরত দিতে দিতে বললাম, ততটা ভাল জিনিস না, এর দাম বারো হাজার ডলার হতে পারে না।'

'বার... হাজার... ডলার!' থেমে থেমে উচ্চারণ করল টম। 'বিশ্বাস করেন? এত্তো দাম হবে?'

'এক পয়সা কম না।'

'আর ওগুলো নিয়ে পালালেন?'

'পানির মত সহজ কাজ। আমার ধারণা, চুরি যে হয়েছে একথাই এখনও জানে না দোকানের লোকেরা। যাই হোক, এত টাকার জিনিস চুরি করার পর আর সেইন্ট লুইয়ে থাকতে সাহস করলাম না। ঠিক করলাম পালাব। কোথায় গেলে নিরাপদে থাকতে পারব ভাবতে শুরু করলাম। দুটো জায়গার নাম ঠিক করে নিয়ে টস করলাম। টসে উঠল আপার মিসিসিপি। হীরাগুলো ভালো করে প্যাকেট করে মোড়কের ওপর নিজেদের নাম লিখে হোটেলের ক্লার্কের কাছে দিলাম সিন্দুকে রেখে দেয়ার জন্যে। বললাম আমরা যে-ই আসি না কেন, একা এলে যেন প্যাকেটটা না দেয়। সবাইকে একসঙ্গে আসতে হবে। একা হলে চলবে না। হয়তো আমাদের সবারই একটা গোপন ইচ্ছে ছিল, কুমতলব বলতে পারো। আমি শিওর না, তবে হতে পারে।'

'সেটা কী?' জানতে চাইল টম।

'একজন আরেকজনকে ঠকানোর।'

'কেন? একসঙ্গেই তো কাজ করেছেন, তাহলে একা মেরে দেয়ার মতলবটা এলো কেন?'

'এলো। কি আর করা।'

বিরক্তিতে তেতো হয়ে গেল টমের মন। সেটা বলেই ফেলল। বলল, এটা হলো গিয়ে নীচতা, ছোট মনের পরিচয়। জেক ডানলপ বলল এই পেশায় এটা মোটেও অস্বাভাবিক কিছু নয়, বরং এটাই স্বাভাবিক। যারা এ ব্যবসায় আসে তারাই নিজেকে ছাড়া যেন আর কিছু ভাবতে পারে না। একসাথে কাজ করে বটে, কিন্তু খালি নিজের স্বার্থ দেখে।

জেক বলতে থাকল, 'মাল সমান সমান ভাগাভাগি করে নেয়ার উপায় থাকলে তা-ই নিতাম। কিন্তু হীরা হলো দুটো, লোক তিনজন, ভাগ করা সম্ভব না। ভাগাভাগির মধ্যে যেতেও চাইলাম না। একাই মেরে দিতে চাইলাম। তাই হোটেলের কাছে ঘুরঘুর করতে লাগলাম। বেশির ভাগ সময়ই দাঁড়িয়ে থাকি পেছনের গলিতে, চোখ রাখি। পয়লা সুযোগেই হীরাগুলো নিয়ে পালানোর ইচ্ছে। আমার সঙ্গীদের চোখে ধুলো দেয়ার জন্যে ছদ্মবেশ নেব বলে নকল দাড়ি-গোঁফ কিনলাম, একটা গগলস কিনলাম, আর পুরানো মালের দোকান থেকে কিনলাম একটা সুট। সেগুলো একটা হাতব্যাগে ভরে সারাক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে রাখলাম, যাতে সময় মত কাজে লাগাতে পারি। একটা দোকানের কাছ দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ চোখে পড়ল আমাদের এক সঙ্গী ভেতরে ঢুকছে। ওর নাম বাড ডিকসন। কি কিনছে দেখার কৌতূহল হলো। দেখে ফেললাম চুরি করে। অবাক হলাম। কি কিনেছে আন্দাজ করতে পারো?'

'নকল দাড়ি,' আমি বললাম।

'না।'

'গগলস?'

'না।'

'আহ্, থাম তো হাক,' বিরক্ত হয়ে বলল টম। 'পারবি না, খামোকা ক্যাটর ক্যাটর করছিস কেন? কি কিনেছিল, জেক?'

'কল্পনাই করতে পারবে না। ছোট্ট একটা স্ক্রু-ড্রাইভার।'

'ওটা দিয়ে কি হবে?'

'আমিও সেকথাই ভেবেছিলাম। ভেবে ভেবে মাথা গরম করে ফেলছিলাম

কিন্তু বুঝতে পারছিলাম না। দোকান থেকে বেরিয়ে এলো বাড। পিছু নিলাম। একটা পুরানো কাপড়ের দোকানে ঢুকল সে। লাল একটা ফ্ল্যানেলের শার্ট আর কিছু পুরানো কাপড় কিনল। তোমাদের কথা থেকে বুঝতে পারছি, ওগুলোই এখন পরনে রয়েছে তার।

'তারপর আমি চলে গেলাম বন্দরে। যে স্টীমারে করে আমাদের যাওয়ার কথা সেটায় উঠে ছদ্মবেশ নেয়ার জিনিসগুলো লুকিয়ে ফেললাম। ফিরে চললাম হোটেলে, যেখানে আমাদের মিলিত হওয়ার কথা। ফেরার পথে দেখলাম আমার আরেক সঙ্গীকে, পুরানো মালের দোকানে।

'হোটেল থেকে তিনজনে গিয়ে হীরার প্যাকেটটা নিয়ে এসে উঠলাম স্টীমারে। তারপর থেকেই আর স্বস্তি নেই একজনেরও। বিছানায় যেতে পারি না, ঘুমাতে পারি না। একজন আরেক জনের ওপর চোখ রাখি। প্রথমে একসঙ্গে সাপার খেলাম আমরা, তারপর চলে গেলাম ডেকের একধারে। মাঝরাত পর্যন্ত সেখানে বসে বসে সিগারেট টানলাম আর কথা বললাম। তারপর গিয়ে ঢুকলাম আমার কেবিনে, তিনজনেই। দরজায় তালা লাগিয়ে দিলাম। হীরার প্যাকেটটা রাখলাম। এমন জায়গায় যাতে স্পষ্ট দেখতে পাই। জেগে রইলাম তিনজনে। অবশেষে আর থাকতে পারল না বাড ডিকসন, ঢুলতে আরম্ভ করল। বুকের ওপর ঝুলে পড়ল মাথা। নাক ডাকাতে শুরু করল। হল ক্লেটন, আমার আরেক সঙ্গী, ইশারায় হীরার প্যাকেটটা দেখিয়ে দরজার দিকে দেখাল। তার ইঙ্গিত বুঝতে পারলাম। আস্তে করে উঠে দাঁড়ালাম। নড়লও না বাড। পা টিপে টিপে গিয়ে তুলে নিলাম প্যাকেটটা। আরেক বার বাডের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে তালা খুলে বেরিয়ে এলোাম দু'জনে।

'কাউকে চোখে পড়ল না। একনাগাড়ে ছুটে চলেছে বোট। ধোঁয়াটে চাদের আলোয় কালো দেখাচ্ছে নদীর পানি। কেউ কোনও কথা বললাম না। চুপচাপ চলে এলাম হারিকেন ডেকে। জানি কি ঘটতে যাচ্ছে। একসময় জেগে যাবে বাড। হীরার প্যাকেট আর আমাদেরকে না দেখে চমকে যাবে। ছুটে বেরিয়ে আসবে ডেকে। তাকে তখন পানিতে ফেলে দেয়া ছাড়া আর কোনও উপায় থাকবে না আমাদের। সেটা করতে গিয়ে নিজেরাও হয়তো খুন হয়ে যেতে পারি। কারণ বাড ভীষণ পাজি লোক। আমরা তাকে ঠকিয়েছি দেখলে যাচ্ছেতাই কাণ্ড করে বসবে। সে কথা ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিল আমার। ও জেগে যাওয়ার আগেই যদি তীরে ভেড়ে জাহাজ, তাহলে সবদিক থেকে ভালো। আমাদেরকেও খুনের

চেষ্টা করতে হবে না, খুন হওয়ার আশঙ্কাও থাকবে না। তীরে নেমেই পালাতে পারব। কিন্তু সে আশা খুবই কম। কারণ উজানের দিকে যাওয়ার সময় এসব স্টীমারগুলো বেছে বেছে ঘাট দেখে ভেড়ে, যেখানে সেখানে থামে না। বাড ডিকসনের ভয়ে অস্থির হয়ে রইলাম আমরা।

'সময় কাটছে। আসছে না বাড। অবাকই লাগল। ব্যাপারটা কি? ভোর হয়ে এলো। তখনও দেখা নেই তার। হলকে জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপারটা কি বল তো? সে বলল, আমার সন্দেহ হচ্ছে। হয়তো আমাদের ঠকিয়েছে। প্যাকেটটা খোল।

'খুলে দেখি দুই টুকরো চিনি ভরে রাখা হয়েছে। এ জন্যেই আরামে ঘুমোতে পেরেছে বাড, এতক্ষণে বুঝলাম মস্ত ফাঁকি দিয়েছে আমাদের। আগেই একটা প্যাকেট তৈরি করে রেখেছিল সে। হোটেল থেকে হীরার প্যাকেটটা নিয়ে তার কাছে রাখতে দিয়েছিলাম আমরা। ভেবেছি, একসঙ্গেই তো রয়েছি, কি আর হবে? অথচ হলো। আমাদের চোখের সামনেই ফাঁকিটা দিয়ে দিল সে। পকেট থেকে নকল প্যাকেটটা বের করে রেখে দিল। আর আমরা গাধারাও সেই ফাঁকিতে পড়ে গেলাম!

'প্যাকেটটা আবার উদ্ধার করতে হবে। তবে এখন গিয়ে তাড়াতাড়ি নকল প্যাকেটটা যেখানে ছিল আবার সেখানেই রেখে দিতে হবে। নইলে আমাদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিয়ে দিব্যি বেঁচে যেতে চাইবে বাড। ঢুকে দেখি তখনও নাক ডাকাচ্ছে। আস্তে করে আগের জায়গায় রেখে দিলাম প্যাকেটটা। আমার মনে হলো, আসলে ঘুমোয়নি সে, ভান করছে। হয়তো মনে মনে এখন হাসিতে ফেটে পড়ছে আমাদের বোকামি দেখে। ভীষণ রাগ হলো। তবে মাথা ঠাণ্ডা রাখলাম।
'ভাবতে শুরু করলাম, কী করে হীরাগুলো উদ্ধার করা যায়? এক কাজ করতে হবে। স্টীমার থেকে যেদিন নামব, হোটেলে গিয়ে প্রচুর মদ গোলাব তাকে। মাতাল বানিয়ে ফেলব। সেটা করা সহজ। কারণ মদ দেখলে আর হুঁশ থাকে না বাডের। তারপর পকেট থেকে হীরাগুলো বের করে নিয়ে পালাব। কিন্তু যদি পকেটে ওগুলো না রাখে সে? অন্য কোনও চালাকি করে? কি করে খুঁজে পাব... বিদ্যুৎ ঝিলিকের মত মনে পড়ে গেল কথাটা। জুতো খুলতে গিয়ে। স্ক্রু-ড্রাইভারটার কথা মনে আছে?'

'আছে,' উত্তেজিত কণ্ঠে জবাব দিল টম।

'আমার জুতোর হিলের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ছোট ছোট স্ক্রু দিয়ে তামার পাত লাগানো। সহজেই তার ভেতরে দুটো হীরা রাখার মত জায়গা বানিয়ে নেয়া

যায়। ঠিক, তা-ই করেছে বাড। আর এটা করার জন্যেই স্ক্রু-ড্রাইভারের দরকার পড়েছিল তার।'

'সাংঘাতিক ব্যাপার!' বলে উঠল টম। 'দারুণ বুদ্ধি করেছে!'

'যাই হোক, বোকা হয়ে বসে রইলাম চেয়ারে। নাক ডাকিয়েই চলেছে বাড। অযথা চিনির টুকরো ভরা প্যাকেটের দিকে তাকিয়ে থেকে লাভ নেই, তাই একসময় হলও ঘুমিয়ে পড়ল। আমি ঘুমালাম না। ঘুমের লেশমাত্র নেই তখন আমার চোখে। পুরোপুরি সজাগ। হ্যাটের কানার নিচ দিয়ে মেঝেতে আর ঘরের আনাচে কানাচে চোখ বোলাতে লাগলাম কাটা চামড়া দেখার জন্যে। হিলের ভেতরে জায়গা করতে হলে নিশ্চয় চামড়া কেটে বের করেছে বাড। কোথায় ফেলেছে সেগুলো দেখার চেষ্টা করছি। একটা টুকরোও দেখলাম না। সন্দেহ হতে লাগল, ভুল করলাম না তো? অন্য কোথাও রাখেনি তো বাড? হতেও পারে। আর চুপ করে বসে থাকতে পারলাম না। ঘরের কোথায় লুকাতে পারে ভাবতে লাগলাম। চোখ পড়ল বাল্কহেডের দিকে। জিনিসটা কার্পেটের রঙের সঙ্গে মিশে গিয়েছে বলে সহজে চোখে পড়ে না। কড়ে আঙুলের সমান মোটা একটা প্লাগ, জুতোর হিল তৈরি করা হয় যেগুলো দিয়ে। একটু দূরে আরও একটা প্লাগ পড়ে থাকতে দেখলাম। হীরাগুলো কোথায় রয়েছে শিওর হয়ে গেলাম। ওই প্লাগগুলো যেখান থেকে বের করা হয়েছে সেখানে।

'চমৎকার বুদ্ধি করেছে সে। নকল প্যাকেট নিয়ে আমরা কি করব আগে থেকেই ভেবে রেখেছে। তার প্ল্যান মতই কাজ করেছি আমরা। নকল প্যাকেটটা নিয়ে গাধার মত বেরিয়ে গেছি। এই সুযোগে জুতোর হিল খুলে ফেলে দিয়ে সেই জায়গায় হীরাগুলো ঢুকিয়ে রেখেছে। আবার আগের জায়গায় প্লেট বসিয়ে স্ক্রুগুলো লাগিয়ে দিয়েছে। স্ক্রু-ড্রাইভারটা আমার নজরে পড়ে না গেলে কিছুই বুঝতে পারতাম না। ও জানত প্যাকেটটা নিয়েই বেরিয়ে যাব আমরা। তারও বেরোনোর অপেক্ষায় থাকব। যাতে বেরোলেই ধরে পানিতে ফেলে দিতে পারি। আমরা বেরিয়ে গিয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকব, তাতে সময় পাবে সে, এই সুযোগে পকেটের হীরা হিলের কুঠুরিতে চালান করে দিতে পারবে। ...গাধার মত তার ফাঁদে পা দিলাম আমরা। লোকটা ভীষণ চালাক, তাই না?'

'হ্যাঁ, সাংঘাতিক!' টমও একমত হলো।

চার : তিন চোর

'পরদিন,' বলে যাচ্ছে জেক। 'সারাটা দিন একে অন্যের ওপর নজর রাখলাম আমরা। রাখলাম মানে, তিনজনের মাঝে দু'জনে রাখার অভিনয় করলাম। বাডের জন্যে অভিনয় করা কতটা কঠিন হয়েছে বলতে পারব না, তবে আমার কাছে রীতিমত একটা যন্ত্রণা মনে হলো। রাতে ঘাটে ভিড়ল স্টীমার। মিসৌরির ছোট্ট একটা শহরে নামালাম আমরা। হোটেলে গিয়ে খাবার খেলাম। ঘর ভাড়া নিলাম একটা। তাতে একটা কট আর একটা ডাবল বিছানা আছে। তিনজনে থাকতে পারব। অন্ধকারে একটা টেবিলের নিচে আমার ব্যাগটা রেখে দিলাম আমি। এক সারিতে এগোচ্ছি তখন। মোমবাতি হাতে আগে আগে চলেছে হোটেলের মালিক। সবার পেছনে আমি। তারপর তাস খেলতে বসলাম। সেই সঙ্গে হুইস্কি গেলা চলল। আমি আর হল ইচ্ছে করেই কম খাচ্ছি। নেশা ধরতে আরম্ভ করল বাডের। আমরা গেলা থামিয়ে দিলাম, কিন্তু তাকে থামতে দিলাম না। গলা পর্যন্ত গেলালাম। চেয়ার থেকে পড়ে গেল সে। মাটিতে শুয়েই নাক ডাকাতে লাগল।

'এইবার সারতে হবে কাজটা, মানে তার শরীরে হীরাগুলো খুঁজতে হবে। হলকে বললাম, জুতো খুলে ফেলা উচিত আমাদের। তাতে নড়াচড়া করতে গেলে শব্দ হবে না। বাডেরগুলোও খুলে ফেলা উচিত, মোজার ভেতরে খোঁজার জন্যে। তা-ই করা হলো। বাডের জুতোর পাশে রেখে দিলাম আমারগুলো। তারপর তার পকেট আর জামাকাপড়ের সেলাইয়ের ভেতরে খুঁজতে শুরু করলাম। জানিই তো পাব না। তবু খুঁজলাম। পকেট থেকে বেরোল ছোট স্ক্রু-ড্রাইভারটা। হল বলল, 'এটা কেন নিয়ে ছিল?' বললাম, আমি বলতে পারব না। তারপর তার অলক্ষ্যে সরিয়ে ফেললাম জিনিসটা। হীরা না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়ল হল। এই সময়টারই অপেক্ষা করছিলাম আমি। বললাম, 'একটা জায়গায় খুঁজিনি আমরা।'

'কোথায়?'

'তার পাকস্থলীতে।'

'তাই তো! একবারও মনে হয়নি কথাটা! কি করে খুঁজব?'

'তুমি বসো এখানে। ওকে পাহারা দাও। আমি গিয়ে একটা ওষুধের দোকান খুঁজে বের করি। ওষুধ গেলাব। বেরিয়ে আসতে দিশে পাবে না হীরাগুলো।'

'সে বলল, বুদ্ধিটা ভালো। তার চোখের সামনেই বাডের জুতো পরে ফেললাম

আমি, খেয়ালই করল না সে। আমার পায়ে কিছুটা বড় হলো, তাতে তেমন অসুবিধে নেই। ছোট হলেই বরং খারাপ হত। পায়ে ঢুকত না। জোরাজুরি করতে গেলে হলের নজরে পড়ে যেত। হলে এসেই টেবিলের নিচ থেকে ব্যাগটা নিয়ে চলে এলাম বাইরের অন্ধকারে। দৌড়ে চললাম নদীর কিনার ধরে।

'পনেরো মিনিটেই পেরিয়ে এলাম প্রায় মাইল খানেক পথ। সব কিছু শান্ত। আরও মিনিট পাঁচেক গেল। হল নিশ্চয় ভাবতে শুরু করেছে এত দেরি করছি কেন? আরও পাঁচ মিনিট, অস্বস্তিতে পড়ে গেছে এখন সে, পায়চারি শুরু করেছে ঘরের ভেতর, আমার অন্তত তা-ই মনে হলো। আরও পাঁচ মিনিট। আড়াই মাইলের মত পেরিয়েছি আমি। হল এতক্ষণে নিশ্চয় গালাগাল করতে আরম্ভ করেছে আমাকে, দেরি করছি বলে। চল্লিশ মিনিট গেল। সন্দেহ করতে শুরু করেছে হল, ভাবলাম। পঞ্চাশ মিনিট। হল বুঝে ফেলেছে, আমি হীরাগুলো চুরি করেছি। বাডকে খোঁজার সময় পেয়ে গিয়েছি, সে ভাবছে, তাকে না দেখিয়ে পকেটে ভরে ফেলেছি। পালিয়েছি। আর দেরি করবে না সে। বেরিয়ে পড়বে আমাকে খোঁজার জন্যে। মাটিতে তাজা পায়ের ছাপ খুঁজবে সে। পেয়ে যাবেই। পিছু নেবে আমার।

'এই সময় খচ্চরে চেপে একটা লোককে আসতে দেখলাম। চট করে একটা ঝোপে লুকিয়ে পড়লাম। বোকামি করলাম। কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল সে। অবাক হয়েছে। আমার বেরোনোর অপেক্ষা করতে লাগল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার চলতে শুরু করল। খুঁত খুঁত করতে থাকল আমার মন। লোকটার নজরে পড়ে গেছি আমি। হলের সঙ্গে যদি তার দেখা হয় এখন, আর জিজ্ঞেস করে হল, বলে দেবে লোকটা।

'ভোর পাঁচটায় এসে পৌঁছলাম আলেকজান্দ্রিয়ায়। এই স্টীমারটা দেখলাম ঘাটে। খুশি হলাম। যাক, বাঁচার একটা পথ পাওয়া গেছে। সকাল হয়ে আসছে তখন। উঠে পড়লাম স্টীমারে। স্টেটরুমে ঢুকে পোশাক পাল্টে, ছদ্মবেশ নিয়ে বেরিয়ে এসে ঢুকলাম পাইলট হাউসে। কোনও কারণ ছিল না, তবু নজর রাখতে লাগলাম ঘাটের দিকে। ছাড়তে দেরি করছে স্টীমার। অস্থির হয়ে উঠলাম। দেরি করছে কেন? ইঞ্জিন যে খারাপ হয়ে গেছে, মেরামত চলছে, সেটা জানতাম না। যাই হোক, পরের ঘটনা সংক্ষেপে বলে ফেলি। দুপুরের আগে স্টীমার ছাড়তে পারবে না জানলাম। আর কিছু করার নেই আমার। স্টেটরুমে এসে দরজা বন্ধ করে দিয়ে লুকিয়ে রইলাম। নাস্তা দিতে এলো ওয়েটার। দরজা ফাঁক করতেই

চোখে পড়ল ডেকে ঘোরাঘুরি করছে একটা লোক, হল ক্লেটনের মত লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটে। ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিলাম। আমি এই স্টীমারে আছি, বুঝে ফেললে আর নিস্তার নেই। চোখ রাখবে সে। কখন নামি দেখবে। পিছু নেবে। কোনও জায়গায় কোণঠাসা করে কুকুরের মত মেরে রেখে হীরাগুলো ছিনিয়ে নেবে। আমি তার সঙ্গে পারব না জানি। একজনের ভয়েই কাহিল, এখন জেনেছি আরও একজন এসে উঠেছে। বাড! ওরা আমার বারোটা বাজাবে! তোমরা কিন্তু কথা দিয়েছ আমাকে সাহায্য করবে। করবে তো?'

তাকে সান্ত্বনা দিলাম। অভয় দিলাম। বললাম, আমাদের সাধ্যমত আমরা করব। ব্যাপারটা আমাদের কাছে লাগছে অনেকটা খেলার মত। কি করে তাকে নিরাপদে স্টীমার থেকে নামানো যায় সেই পরিকল্পনায় বসলাম। অনেকটা সহজ হয়ে এলো সে। স্ক্রু-ড্রাইভার বের করে জুতোর হিলের স্ক্রু খুলে বের করে আনল হীরাগুলো। সত্যি, এত বড় আর এ সুন্দর হীরা কখনও দেখিনি। তবে আমি হীরা দেখেছিই বা কোথায়? তবু মনে হলো ওগুলো সুন্দর। কি রকম আগুন জ্বলে ভেতরে। মনে হয় কোনও মুহূর্তে ফেটে বেরিয়ে পড়বে ওই আগুন, আশপাশের সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবে। এ রকম জিনিসের জন্যে অপরাধ করবেই লোকে। আমি হলে অবশ্য কিছুতেই করতাম না। নিকুচি করি হীরার, যত দামই হোক না কেন, জীবনের চেয়ে তো বড় নয়। ওর অবস্থায় আমি পড়লে সোজা বেরিয়ে গিয়ে দুই সঙ্গীকে ডেকে হীরাগুলো ওদের হাতে তুলে দিয়ে আরামসে তীরে নেমে পড়তাম। চলে যেতাম বাড়িতে। সেকথা বললামও তাকে। সে বলল, সম্বল বলতে ওই হীরাদুটোই আছে। ওগুলো হারাতে পারবে না। না পারুক, আমার কি? আর বোঝাতে গেলাম না।

পথে দু'বার থামতে হলো স্টীমারটাকে। ইঞ্জিন বিকল হওয়ায়, মেরামত করে নিতে হয়েছে। তাতে অনেক সময় ব্যয় হলো। একবার থামল রাতে। গাঢ় অন্ধকার ছিল না বলে নামতে সাহস করল না জেক। দ্বিতীয়বারেও পারল না। তবে তৃতীয়বার আর সুযোগের অপেক্ষায় না থেকে আমরাই কোনও একটা ব্যবস্থা করে দেব বলে ঠিক করলাম। আরেকবার ইঞ্জিন খারাপ হলে খুব ভালো হত। যে রকম লক্কর মেশিন, হবেই, তাতে কোনও সন্দেহ নেই আমাদের। হলোও, রাতের বেলা। এলাকাটা আংকেল সিলাসের খামার থেকে মাইল চল্লিশেক দূরে একটা জংলা জায়গা। লুকানোর জন্যে চমৎকার। তার ওপর আকাশের অবস্থা ভালো না। ভারি হয়ে মেঘ জমেছে। ঝড় আসতে পারে। পালানোর জন্যে তৈরি

হলো জেক। নামার সুযোগ খুঁজতে লাগল। মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলো। জোরে বাতাস বইছে। বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্যে ছালা মাথায় দিয়ে কাজ করছে নাবিকেরা। জেককেও একটা ছালা জোগাড় করে দিলাম আমরা। সেটা মাথায় দিয়ে নাবিকদের দলে মিশে নেমে গেল সে। ঢুকে পড়ল বনের ভেতরে। কাউকে তার পিছু নিতে দেখলাম না। হাঁপ ছাড়লাম আমি আর টম। তবে বেশিক্ষণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারলাম না। দশ মিনিট পরেই জেকের দুই সঙ্গীকে তাড়াহুড়ো করে নেমে যেতে দেখলাম। সারাটা রাত ঘুমালাম না। চোখ রাখলাম। ভোর হলো। ফিরল না ওরা। মন খারাপ হয়ে গেল আমাদের। জেক নামার দশ মিনিট পরেই নেমে গেছে ওরা। কাজেই চিহ্ন খুঁজে বের করে অনুসরণ করতে পারবে। বৃষ্টিই একমাত্র ভরসা। যদি চিহ্ন-টিহ্ন মুছে দিয়ে থাকে। ভাইয়ের ওখানে গিয়ে লুকিয়ে পড়তে পারলে মোটামুটি নিশ্চিন্ত হতে পারবে জেক। অবশ্য যদি ধরা পড়ে, তাহলেই বা আমাদের কি ক্ষতি। পরিচয় হয়েছে বলে ওর প্রতি কিছুটা দুর্বলতা জন্মেছে বই তো নয়—ব্যাটা তো চোর।

সে বলেছে নদীর কিনারের রাস্তা ধরবে। আমাদেরকে বলেছে ঘাটে নেমে ওদের বাড়িতে গিয়ে দেখতে ব্রেস আর জুপিটার বাড়ি আছে কিনা, ওদের বাড়িতে আর কোনও অপরিচিত লোক আছে কিনা, এবং সে খবরটা আবার তাকে দিতে বলেছে। নদীর ধারে অ্যাংকেল সিলাসের একটা তামাকের খেত আছে। ওটার পাশে ডুমুর গাছের যে জটলা আছে, তার ভেতর ঝোপে লুকিয়ে থাকবে সে।

নেই কাজ তো খই ভাজ। তার বাঁচার সম্ভাবনা নিয়ে অনেক আলোচনা করলাম আমরা। টম বলল, উল্টোদিকে যদি চলে যায় ওরা তাহলে বেঁচে যাবে জেক। কিন্তু সে সম্ভাবনা কম। এতদিন একসঙ্গে থেকেছে, হয়তো জানে তার বাড়ি কোথায়। কোন অঞ্চল থেকে এসেছে। তাহলে পিছু নিতে অসুবিধে হবে না, চিহ্ন না পেলেও। জেক জানতেও পারবে না যে ওরা পিছু নিয়েছে। এক সময় ঠিকই ধরে ফেলবে তাকে। খুন করে ফেলে রেখে হীরাগুলো নিয়ে উধাও হয়ে যাবে। কেউ জানতে পারবে না কিছু।

লোকটার জন্যে দুঃখই হলো আমাদের।

পাঁচ : বনের ভেতর খুন

ইঞ্জিন ঠিক হতে হতে দুপুর গড়িয়ে গেল। সুতরাং, খামারে যখন পৌঁছলাম, বেলা আর তেমন নেই। ডুমুরের জটলার দিকে ছুটলাম। জেককে জানাতে হবে কেন দেরি হয়েছে। তাকে ওখানেই লুকিয়ে থাকতে বলব। পরে সুযোগ করে এক সময় গিয়ে তার বাড়িতে খোঁজ নিয়ে এসে জানাব তাকে। বনের কাছে যখন পৌঁছলাম, আলো একেবারেই কমে গেছে। দৌড়ে আসায় হাঁপাচ্ছি। ডুমুরের জটলাটা চোখে পড়ল। বড় জোর আর তিরিশ গজ হবে। হঠাৎ দু'জন লোককে দেখলাম বনের ভেতর ঢুকছে। একটু পরেই শোনা গেল সাহায্যের জন্যে চিৎকার। নিশ্চয় খুন করে ফেলা হচ্ছে বেচারা জেককে—অনুমান করলাম আমি আর টম। ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। দেখতে পেলে আমাদেরকেও খুন করতে পারে ডাকাতগুলো। তামাকের খেতে ঢুকে লুকিয়ে পড়লাম। রীতিমত কাঁপছি। একটু পরেই হুড়মুড় করে বন থেকে বেরিয়ে এলো দু'জন লোক। মুহূর্ত পরেই বেরোল আরও দু'জন, তাড়া করেছে আগের দু'জনকে। অল্প আলোয় কাউকে চিনতে পারলাম না।

লুকিয়ে থেকে চেয়ে রয়েছি। দুর্বল লাগছে আমার। মনে হচ্ছে অসুস্থ হয়ে পড়ব। শব্দ শোনার আশায় কান খাড়া করে রেখেছি। কিছুই শোনা যাচ্ছে না আর, কেবল আমাদের হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানী ছাড়া। ডুমুরের জটলায় ঢুকে কি দৃশ্য দেখতে পাব ভাবতেই গা-হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এলো আমার। অপঘাতে মানুষ মরলে ভূত হয়ে যায়। সে কথা ভেবে আরও ভয় পেয়ে গেলাম। বিশাল একটা চাঁদ উঠেছে। গোল। উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে দিল। তাতে আরও কেমন যেন ভূতুড়ে হয়ে উঠল বনের চেহারা। মনে হলো প্রতিটি ছায়ায়, গাছের আনাচে কানাচে নিঃশব্দে নড়ে বেড়াচ্ছে কারা। নীরব নিথর রাত। মাঝে মাঝে বাতাস এসে শিরশির কাঁপন তুলছে গাছের পাতায়। গোরস্থানের মত লাগছে জায়গাটা।

আচমকা ফিসফিস করে টম বলল, 'দেখ! ওটা কি?'

ধড়াস করে লাফ মারল আমার হৃৎপিণ্ড। 'মেরে ফেলেছিলি আরেকটু হলেই! এভাবে চমকে দেয় কেউ! এমনিতেই তো মরে আছি, তুই কবরে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলি এক্ষুণি!'

'বলছি দেখতে। ডুমুর বনের ভেতর থেকে কে জানি বেরিয়ে এসেছে।'

'তুই তাকিয়ে থাক, টম, আমি পারব না!'

'অনেক লম্বা!'

'ওরে বাবারে! খোদাই জানে কী...'

'চুপ! এদিকেই আসছে!'

প্রচণ্ড উত্তেজনায় ফিসফিস করে কথা বলছে টম। কৌতূহল আর চেপে রাখতে পারলাম না। তাকাতেই হলো আমাকে। পথ ধরে এগিয়ে আসছে। গাছের ছায়ায় ছায়ায়। যেন লুকিয়ে রাখতে চাইছে নিজেকে। ভালোমত দেখা যাচ্ছে না। আরও কাছে এগিয়ে এলো। মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলতে চাইলাম নিজেকে। কেবল মাথাটা উঁচু করে রেখেছি। চাঁদের আলো পড়ল ওটার মুখে। জেক ডানলপের ভূত! আমার অন্তত কোনও সন্দেহ নেই। খুন হওয়ার সাথে সাথেই ভূত হয়ে গেছে লোকটা।

নড়লাম না। মিনিট দুয়েক লাগল ওটার চলে যেতে। নিচু গলায় কথা বলতে শুরু করলাম আমরা।

টম বলল, 'ওরা হয় অস্পষ্ট, ধোঁয়ার মত, কিংবা কুয়াশার মত। কিন্তু এটা সেরকম নয়।'

'না, তা নয়,' একমত হলাম। 'গগলস পরা। দাড়ি গোঁফও স্পষ্ট দেখেছি।'

'হ্যাঁ। কাপড়গুলোও চেনা। রোববারের পোশাক। উলের পাজামা, সবুজ আর কালো...'

'সুতো আর মখমলের ওয়েস্ট কোট...'

'পাজামায় চামড়ার ফিতে লাগানো, একটা বোতাম খোলা...'

জীবনে এই প্রথম ভূতকে হ্যাট পরতে দেখলাম। উঁচু গোল চূড়া, বনরুটির পিঠের মত।

'চুলগুলোও এক, খেয়াল করেছিস, হাক?'

'মনে তো হলো।'

'ব্যাগও আছে।'

'আরেক কাণ্ড! ভূতে ব্যাগ দিয়ে কি করে?'

'অনেক কিছুই করতে পারে। মানুষের যদি দরকার হয় ভূতের হবে না কেন? তোর কি মনে হয় ওদের ব্যবহারের জিনিসপত্র লাগে না? আর যদি লেগেই থাকে সেসব রাখতে ব্যাগ তো দরকার হবেই।'

অকাট্য যুক্তি। জবাব দিতে পারলাম না। কথা বলতে বলতে এলো দু'জন

লোক। বিল উইদারস আর তার ভাই জ্যাক।

'কি মনে হয়?' জ্যাক জিজ্ঞেস করল, 'কি নিল?'

'বুঝলাম না। তবে অনেক ভারি।'

'হ্যাঁ, একেবারে বাঁকা হয়ে গেছে। মনে হয় পারসন সিলারের ফার্ম থেকে শস্য চুরি করেছে।'

'আমারও তাই মনে হলো। সেজন্যেই তো এমন ভান করলাম যেন দেখিইনি।'

'আমিও।'

দু'জনেই হেসে উঠল। দূরে চলে গেল। তাদের কথা আর শোনা যাচ্ছে না এখন। ওদের কথাতেই বোঝা গেল আংকেল সিলাস কতটা অপ্রিয় হয়ে উঠেছেন এখানকার লোকের কাছে। লোকগুলো বুঝতে পেরেছে তাঁর ফার্ম থেকে শস্য চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে কেউ, অথচ ধরার চেষ্টা করেনি।

আবার কণ্ঠস্বর কানে এলো। এগিয়ে আসছে। জোরালো হলো কথা। খ্যাঁকখ্যাঁক করে হেসে উঠল একজন। চিনতে পারলাম এই দু'জনকেও। লেম বিবে আর জিম লেন। জিম বলল, 'জুপিটারটা মরবে একদিন, বলে দিলাম।'

'হ্যাঁ। আমারও তাই মনে হয়।'

'ঘণ্টাখানেক আগেও দেখে গেছি তামাক খেতে কাজ করছে। এই তো, সন্ধেবেলা, সূর্য ডোবে ডোবে তখন। সিলাসও ছিল সঙ্গে। জিজ্ঞেস করেছিলাম, বলল আজ রাতে আর আড্ডায় যাবে না।'

কথা বলতে বলতে সামনে দিয়ে গেল এই দুজনও। টম বলল, ওদের পিছু নেয়া উচিত আমাদের। আমরা যেদিকে যেতে চাই সেদিকেই চলেছে ওরা। ভূতটাও ওদিকেই গেছে। একা একা যেতে সাহস হচ্ছিল না আমাদের। দু'জন বড় মানুষকে পেয়ে ভালোই হলো। লোকগুলোর পেছন পেছন হেঁটে চলে এলাম আংকেল সিলাসের বাড়িতে।

সে রাতটা সেপ্টেম্বরের ২ তারিখ। শনিবার। কোনদিন ভুলতে পারব না সে রাতের কথা। কেন, সেটা একটু পরেই বুঝতে পারবে।

ছয় : হীরা কোথায়?

লোক দু'জনের পেছন পেছন ছায়ার মত নিঃশব্দে হাঁটছি আমরা। চলে এলাম পেছনের বেড়ার কাছে। জিমের কেবিন, যেটাতে আটকে রাখা হয়েছিল তাকে, যেখান থেকে মুক্ত করেছিলাম আমরা, সেখানে আসতেই ঘেউ ঘেউ করে বেরিয়ে এলো কুকুরের পাল। যেন আমাদের স্বাগত জানাতে। ঘরের ভেতরেও আগুন জ্বলে উঠল। ভূতের ভয় চলে গেল আমাদের। এগোতে যাচ্ছি, থামিয়ে দিল টম। বলল, 'দাঁড়া! মিনিটখানেক বসেই যাই।'

'কেন?' অবাক হলাম।

'কারণ আছে। একটা ব্যাপার ভুলে যাচ্ছিস, হাক, গিয়ে যদি বলি ডুমুরের বনে একটা লোক খুন হয়েছে, খুন হওয়ার সময় ভয়ানক চিৎকার করেছে, তার কাছে হীরা ছিল এবং সেগুলোর জন্যেই খুন করা হয়েছে তাকে, কেমন চমকটা খাবে? রঙ চড়িয়ে যদি বলতে পারি তাহলে তো কথাই নেই। আরও একটা ব্যাপার, আমাদের প্রতি আগ্রহ বেড়ে যাবে লোকের। কারণ খুনটার ব্যাপারে আমরাই সবচেয়ে বেশি জানি।'

'তা তো চমকাবেই। আর এতবড় একটা আনন্দ যে হাতছাড়া করবি না তুই সে তো জানা কথাই। রঙেরও অভাব হবে না। একবার বলা শুরু করলে বালতি বালতি রঙ এসে যাবে তোর গলায়।'

আমার কথাটা এড়িয়ে গিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল টম, 'কিন্তু সুযোগটা আমি নিতে চাই না। কাউকে বলতে চাই না কিছু।'

তাজ্জব হয়ে গেলাম। বললাম, 'কি বললি? তুই এরকম একটা খবর চেপে যাবি!'

'হ্যাঁ। আচ্ছা, শোন, ভূতটা কি খালি পায়ে ছিল?'

'না। কেন?'

'বুট পরা ছিল?'

'নিশ্চয় ছিল। পরিষ্কার দেখেছি। মনে আছে।'

'কসম খেয়ে বলতে পারবি?'

'পারব।'

'আমিও পারব। এর মানে কি বলতে পারিস?'

'না তো। কি?'

'এর মানে চোরেরা হীরাগুলো নিতে পারেনি।'

'বলিস কি! একথা কেন মনে হলো তোর?'

'মনে হয়নি, আমি জানি। মরার আগে জেকের কাছে যা যা ছিল, ভূতটার কাছেও ওসবই ছিল। পাজামা, গগলস, দাড়িগোঁফ, ব্যাগ। জুতোও পরা ছিল। আর যেহেতু জুতো পরাই রয়েছে, হীরাগুলোও রয়েছে তার ভেতরে।'

তাই তো! একথাটা আমার মনে হয়নি কেন? হবেই বা কি করে? টমের মত শান্ত মাথা তো আর নয় আমার, বুদ্ধিও অনেক কম। তার প্রশংসা করে বললাম, 'টম সয়্যার, আরেকবার স্বীকার করছি, আমার চেয়ে তোর বুদ্ধি অনেক বেশি। এখন একটা কথা বল তো দেখি, সুযোগ পেয়েও কেন হীরাগুলো নিয়ে চলে গেল না চোরেরা? আন্দাজ করতে পারিস?'

'পারি। নেয়ার সময় পায়নি। তার আগেই আরও দু'জন লোক গিয়ে ঢুকেছিল। দেখলিই তো, ওরা তাড়া করেছে চোরগুলোকে। না পালিয়ে আর করবেটা কি?'

'তাই হবে! এখন বুঝতে পারছি। কিন্তু টম, একথা কাউকে বলব না কেন আমরা?'

'তোর মাথায় গোবর আছে, হাক। বুঝতে পারছিস না? ভেবে দেখ কি ঘটবে? সকালে তদন্ত হবে। সেই দু'জন লোক বলবে কিভাবে চিৎকার শুনে বনের ভেতর গিয়ে ঢুকেছিল ওরা, দেরি করে ফেলেছিল, তাই অপরিচিত লোকটাকে বাঁচাতে পারেনি। জুরিরা তখন বকবক করেই যাবে, করেই যাবে, করেই যাবে; কিন্তু আসল কথা আর বের করতে পারবে না। অবশেষে রায় দেবে, বেচারা লোকটা গুলি খেয়ে, ছুরি খেয়ে কিংবা মাথায় বাড়ি খেয়ে মরে গেছে, সেটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল বলে। তারপর তার জিনিসপত্রগুলো নিলামে চড়াবে কবর দেয়ার খরচ জোগাড়ের জন্যে। আর তখনই সুযোগটা আসবে আমাদের।'

'কিসের সুযোগ, টম?'

'দুই ডলারে পুরানো জুতোগুলো কিনে নেয়ার।'

হাতুড়ি দিয়ে যেন আমার বুকে বাড়ি মারাল কেউ। দম আটকে যাওয়ার জোগাড়। 'টমরে! তুই সত্যি একটা... ঠিক বলেছিস! হীরাগুলো পেয়ে যাব আমরা।'

'হ্যাঁ, পাব। ওগুলোর জন্যে নিশ্চয় পুরস্কার ঘোষণা করা হবে। বড় রকমের

পুরস্কার। হাজার ডলারের কম হবে না। সেই টাকাটা তখন আমাদের হয়ে যাবে। কাজেই, লোকটা যে মারা গেছে, আমরা জানি, কিছুই বলব না। চল, এখন বাড়ি যাই। সাবধান, মনে রাখবি, ওই খুনের কথা কিছুই জানি না আমরা, কিচ্ছু না। হীরার কথা জানি না, ডাকাতদের কথা জানি না, বুঝলি?'

টম যে পরিকল্পনা করেছে তাতে আমি সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। আমি হলে পুরস্কারের টাকার জন্যে বসে থাকতাম না। বিক্রি করে দিতাম বারো হাজার ডলারে। বললাম, 'তুই যা ভালো বুঝিস কর্। আমি মুখ বন্ধ রাখব। কিন্তু তোর আন্ট স্যালিকে কি বলব? এত দেরি হলো কেন যদি জিজ্ঞেস করেন?'

'সে ভার তোর ওপরই ছেড়ে দিলাম। যা হোক কিছু একটা বানিয়ে বলে দিস।'

মস্ত চত্বরটা ধরে এগোলাম আমরা। এটা দেখছি, ওটা দেখছি, সবই পরিচিত। আরেকবার দেখতে পেয়ে খুশিই হলাম। পুরু তক্তা দিয়ে তৈরি বাড়ি, রান্নাঘর আলাদা। ঘর থেকে রান্নাঘরে যেতে হলে যাতে বৃষ্টিতে ভিজতে না হয় সেজন্যে খুঁটির ওপর চালা বসিয়ে দেয়া হয়েছে পথটার ওপর। আগের বার যেমন দেখে গিয়েছিলাম সব কিছু ঠিক তেমনই রয়েছে। দরজার পাল্লা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম আমরা। ঘরের ভেতরে পায়চারি করছেন আন্ট স্যালি। এককোণে জড়োসড়ো হয়ে আছে বাচ্চারা। আরেক কোণে চুপ করে বসে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন আংকেল সিলাস। আমাদেরকে দেখেই উজ্জ্বল হলো আন্টির মুখ। ছুটে এলেন। জড়িয়ে ধরে চুমু খেলেন। যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছেন। তারপর কিছুটা রাগের সুরেই বললেন, 'ছিলি কোথায় এতক্ষণ? সেই কবে ছেড়ে গেছে স্টীমার ভোঁ বাজিয়ে! আমরা তো ভেবেই মরি। গরম খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, আর এতক্ষণে আসার সময় হলো সাহেবদের। ধরে চাবকাতে ইচ্ছে করছে। খিদে পায়নি? বসে পড়। এই, তোমরাও বসো সবাই। গরম করে আনছি আবার।'

টেবিলে খাবার দেয়া হলো। অসাধারণ কিছু না। কিন্তু খিদে-পেটে ওগুলোর গন্ধেই জিভে পানি এসে গেল। খাওয়ার আগে প্রার্থনা শুরু করলেন আংকেল সিলাস। সেই পুরানো একঘেয়ে ঘ্যানর ঘ্যানর। যেন বিরাট এক পেয়াজের পরত। খুলছেন তিনি একে একে, ধীরে ধীরে। খুলছেন তো খুলছেনই, থামাথামি নেই। অবশেষে শেষ হলো প্রার্থনা। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। প্লেটে খাবার দেয়া হলো আমাদের। খেতে খেতে কথা বললেন আন্ট স্যালি। আমাকে প্রশ্ন করলেন। জবাব

দিতে গিয়ে বললাম, 'ইয়ে... মানে, মিসেস...'

'চুপ, হতচ্ছাড়া! কবে থেকে আবার মিসেস হলাম রে আমি? মিথ্যে কথা বলবি, সে তো বুঝতেই পারছি। মিসেস-টিসেস নয়, আন্ট স্যালি বলবি আমাকে, সব সময় যা বলিস। বল এখন, কি করেছিস?'

ঢোক গিললাম। আরেক দিকে তাকিয়ে বললাম, 'মিথ্যে বলব কেন? সত্যিই হেঁটে হেঁটে আসছিলাম আমি আর টম। বনের ভেতরে হাওয়া খেতে গিয়েছিলাম আরকি। বেরোতেই দেখি লেম বিবে আর জিম লেন। আমাদেরকে অনুরোধ করল ওদের সঙ্গে বনের ভেতরে জাম পাড়তে যেতে। ব্ল্যাকবেরি। বলল, ভয় নেই, জুপিটার ডানলপের কুকুরটা নিয়ে এসেছে। সে নাকি ওদেরকে বলেছে...'

'তার সঙ্গে ওদের দেখা হলো কোথায়?' জিজ্ঞেস করে বসলেন আংকেল সিলাস। ঝট করে তাকালাম। ধকধক করে জ্বলছে তার চোখ। ভীষণ অবাক হলাম। খেই হারিয়ে ফেললাম কথার, কোনমতে আবার সামলে নিয়ে বললাম, 'সন্ধে বেলা। আপনার সঙ্গে নাকি তামাক খেতে কাজ করছিল, তার পর পরই।'

'আম' জাতীয় একটা শব্দ করলেন তিনি, যেন নিরাশ হয়েছেন। আগ্রহ হারালেন। আমি বলতে লাগলাম, 'হ্যাঁ, যা বলছিলাম...'

'থাক, আর বলার দরকার নেই,' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন আন্ট স্যালি।

'হাক ফিন, সেপ্টেম্বর মাসে এখানে তুই কালোজাম পেলি কোথায়?' ঘামতে শুরু করলাম। ভুল যা করার করে ফেলেছি। আর শোধরানো যাবে না। চুপ করে থাকাই ভালো। আমার ওপর থেকে দৃষ্টি সরলো না আন্ট স্যালির। বললেন, 'আর জাম যদিও বা থাকে, রাতের বেলা সেটা পাড়বে কি করে?'

'ইয়ে... মানে... ওদের কাছে লণ্ঠন...'

'চুপ কর! জাম তুলতে কুকুরেরই বা কি দরকার?'

'আমার মনে হয়...'

টমের দিকে ফিরলেন আন্ট স্যালি। 'টম সয়্যার, খবরদার, মিথ্যে বলবি না, ঠিক বুঝে ফেলব আমি। কিছু একটা করে এসেছিস তোরা, আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি। কোনও অকাজ। সব সময় তাই তো করিস। বল্।'

গম্ভীর হয়ে আছে টম। কেউকেটা ভাব করে বলল, 'হাকের জন্যে দুঃখই হয়। বেচারা। গুছিয়ে কথা বলতে পারে না। তবে ওরকম তো অনেকেই পারে না। কি বলতে গিয়ে কি বলে ফেলে। ভুল সবাই করে। হাকও করেছে।'

'কি ভুল করল?'

‘কালোজামের কথা বলে। আসলে সেটা অন্য জাম। স্ট্রবেরির জায়গায় ব্ল্যাকবেরি বলে বসেছে আর কি।’

‘দেখ, টম, আমাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করলে...’

‘কে বানাচ্ছে? তুমি জানো না বলেই বলছি। নেচারাল হিস্টরি পড়নি তো, তাই। নইলে ঠিকই জানতে পারতে শুধু তোমাদের এই আর্‌কান্‌সতে ছাড়া দুনিয়ার সমস্ত জায়গায় কুকুর আর লণ্ঠন নিয়ে গিয়ে রাতের বেলা লোকে স্ট্রবেরি তোলে...’

সাংঘাতিক রেগে গেলেন আন্ট স্যালি। কিছু জানেন না বললেই এরকম রেগে যান। তখন আর মুখ দিয়ে কথা বেরোতে চায় না। নিজে নিজেই জ্বলে মরেন, কিন্তু কিছু বলতে আর পারেন না। একেবারে চুপ হয়ে যান। এই সময় অন্য কেউ কথা বললেও রেগে যান তিনি। সেটাই চাইছিল টম।

স্তব্ধ হয়ে গেছেন আন্ট স্যালি। আড়াচোখে সেদিকে তাকিয়ে নিরীহ কণ্ঠে টম আবার বলতে গেল, ‘আর করে কি...’

‘চুপ! একদম চুপ!’ ধমকে উঠলেন আন্ট স্যালি। ‘তোর আর কোনও কথা শুনতে চাই না আমি!’

টমও বলতে চায় না। আমরাও নিরাপদ হয়ে গেলাম। বনের ভেতরে কি ঘটেছে, আপাতত আর বলতে হবে না আমাদেরকে। কোনও প্রশ্নই আর করবেন না এখন আন্টি।

সাত : গভীর রাতে

খুব শান্ত মনে হল বেনিকে। বড় বেশি চুপচাপ হয়ে গেছে যেন। বিমর্ষ। থেকে থেকেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আগে হলে বকবক শুরু করে দিত আমাদের সঙ্গে, তবে এবার কথা শুরু করতেই অনেক দেরি করল। মেরি, সিড আর পলিখালার কথা জিজ্ঞেস করল। মেঘ সরে গেল আন্ট স্যালির চেহারা থেকে। তিনিও যোগ দিলেন কথায়। ভারি পরিবেশ দূর হয়ে গেল। বোনের কথা আলোচনা করতে গিয়ে হাসি ফুটল তাঁর মুখে। সহজভাবে খেতে পারলাম আমরা এর পর। সবাই যোগ দিলেও আংকেল সিলাস আমাদের কথায় যোগ দিলেন না। অন্যমনস্ক আর অস্থির হয়ে আছেন তিনি। মাঝে মাঝে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছেন। তাঁর অবস্থা দেখে কষ্ট হলো আমার। কী মানুষ, কি হয়ে গেছেন!

খাওয়া শেষ হয়ে এলো। দরজায় টোকা দিয়ে উঁকি দিল একজন নিগ্রো। মাথা নুইয়ে সালাম করে বলল, বাইরে দাঁড়িয়ে আছে তার মারসে (মাস্টার) ব্রেস। ভাইয়ের জন্যে খাবার টেবিলে অপেক্ষা করতে করতে বিরক্ত হয়ে শেষে উঠে চলে এসেছে খোঁজ নিতে। মারসে সিলাস কি বলতে পারবেন তিনি কোথায় আছেন?

এতটা খেপে যেতে আর কখনও দেখিনি আংকেল সিলাসকে। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, 'আমি কি ওর ভাইয়ের পাহারাদার নাকি?' বলেই কুঁকড়ে গেলেন। কথাটা বলেছেন বলে যেন অনুশোচনা হচ্ছে। স্বর যতটা সম্ভব নরম করে বললেন, 'এভাবে বলা উচিত হয়নি তোমার, বিলি। রাগিয়ে দিয়েছিলে। আজকাল শরীর আমার ভাল নেই, জানো, মাথা ঠিক রাখতে পারি না। কখন যে কি বলে ফেলি। ওকে বলো ওর ভাই এখানে নেই।'

লোকটা বেরিয়ে গেলে উঠে দাঁড়ালেন আংকেল। পায়চারি শুরু করলেন অস্থির ভাবে। বিড়বিড় করে কি বলছেন। আঙুল চালাচ্ছেন চুলে। তাঁর অবস্থা দেখে খারাপই লাগল আমার। ফিসফিসিয়ে আমাদেরকে বললেন আন্ট স্যালি, তাঁর দিকে নজর না দিতে। এতে নাকি আরও রেগে যান তিনি। আরও জানালেন, ইদানীং নাকি শুধুই ভাবেন আংকেল। ব্রেসের সঙ্গে গোলমালের পর থেকেই, আর যখন ভাবনায় পেয়ে বসে নিজের সম্পর্কে একেবারেই ভুলে যান আংকেল। ঘুমের মধ্যেও নাকি বিছানা থেকে উঠে পায়চারি শুরু করেন। মাঝে মাঝে নাকি ঘর

থেকেও বেরিয়ে যান ওই অবস্থায়। কাজেই তাঁকে বিরক্ত না করতে অনুরোধ করলেন আন্টি। যখন-তখন উত্তেজিত হয়ে যান আংকেল, ওই সময় একমাত্র বেনিই তাঁকে শান্ত করতে পারে। বেনি জানে কখন বাবার সঙ্গে কথা বলে তাঁকে নরম করতে হবে, কখন তাঁকে একা থাকতে দিতে হবে।

চলতেই থাকল পায়চারি। একসময় বেশ শ্রান্ত মনে হলো তাকে। তখনও থামলেন না। উঠে বাবার কাছে চলে গেল বেনি। এক হাতে কোমর জড়িয়ে ধরে পা মিলিয়ে হাঁটতে শুরু করল তাঁর সঙ্গে। মেয়ের দিকে তাকিয়ে হাসলেন আংকেল। মুখ নামিয়ে গালে চুমু খেলেন। আস্তে আস্তে উত্তেজনা চলে গেল চেহারা থেকে, স্বাভাবিক হয়ে এলো। বাবাকে শুতে যেতে বলল বেনি। টেনে নিয়ে চলল হাত ধরে।

বাচ্চাদের বিছানায় শোয়াতে ব্যস্ত হলেন আন্ট স্যালি। আমি আর টম বাইরে বেরিয়ে এলাম চাঁদের আলোয়। টম বলল, আংকেলের এই অবস্থার জন্যে অনেকটাই জুপিটার দায়ী। পয়লা সুযোগেই লোকটাকে আচ্ছামত একটা শিক্ষা দেয়ার মতলব আঁটতে লাগল ও।

ঘণ্টা দুই হাঁটাহাঁটি করে কথা বলে ঘরে ঢুকলাম আমরা। একটা বাদে সব আলো নিভিয়ে দেয়া হয়েছে। সবাই শুয়ে পড়েছে।

কোনও কিছুই টমের নজর এড়ায় না। অল্প আলোতেও খেয়াল করল সবুজ রঙের পুরানো ওয়ার্ক গাউনটা যেখানে ছিল সেখানে নেই। ব্যাপারটা তার কাছে স্বাভাবিক মনে হল না। জোর করে কৌতূহলটা চাপা দিয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

আমাদের পাশের ঘরটা বেনির। তার নড়াচড়া শুনতে পেলাম। মনে হয় বাবার জন্যে দুশ্চিন্তা করছে, তাই ঘুমোতে পারছে না। ঘুম আমাদেরও আসছে না। শেষে পাইপ বের করে ধরলাম। দু'জনে মিলে টানতে টানতে নিচু স্বরে কথা বলতে লাগলাম। বনের ভেতরে খুন আর সেই ভূতটার কথাই আলোচনা করছি। তাতে অস্বস্তি কমল তো না-ই, বরং বাড়ল। ঘুম আরও দূরে সরে গেল। থেকে থেকেই কাঁটা দিচ্ছে গায়ে।

কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম বলতে পারব না। অনেক রাতে, সমস্ত পৃথিবী যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, কোথাও কোনও শব্দ নেই, ওই সময় আমার গায়ে কনুই দিয়ে গুঁতো মারল টম। জেগে গেলাম। কানের কাছে ফিসফিস করে বাইরে তাকাতে বলল সে। তাকালাম। দেখি উঠনে একটা লোক ঘোরাঘুরি করছে। কি করছে

জানার খুব কৌতূহল হলো। আলো কম থাকায় বুঝতে পারলাম না। অস্পষ্ট আলোয় চিনতেও পারলাম না। বেড়ার দিকে রওনা হলো সে। চাঁদের ওপর থেকে মেঘ সরে গেল, উজ্জ্বল হয়ে উঠল আবার জ্যোৎস্না। লোকটার কাঁধে লম্বা হাতলওয়ালা একটা বেলচা দেখতে পেলাম। পরনে পুরানো ওয়ার্ক গাউন। টম বলল, 'ঘুমের মধ্যে হাঁটাহাঁটি করছেন। বেরিয়ে পিছু নিতে পারলে ভাল হত। ...দেখ দেখ, তামাক খেতের দিকে যাচ্ছেন। মায়াই লাগছে রে মানুষটার জন্যে। ঘুম আসছে না বলে রাতেও কাজ করতে চললেন।'

অপেক্ষা করতে লাগলাম আমরা। অনেক সময় পার হয়ে গেল। তবু তিনি ফিরলেন না। নাকি অন্য কোনও দিক দিয়ে ঘুরে এসে ঢুকেছেন ঘরে? জানার উপায় নেই। শুয়ে পড়লাম আবার। দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগলাম একের পর এক। ভোর হওয়ার আগেই ঘুম ভেঙে গেল আবার। ঝড়ের শব্দে। প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়েছে, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বাজ পড়ছে। শাঁই শাঁই করে বয়ে চলেছে বাতাস। বৃষ্টি পড়ছে মুষলধারে। টম বলল, 'হাক, একটা কথা ভেবেছিস? ভেবে দেখ, অবাক লাগবে। কাল রাতে আমরা ঘুমোতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত এ বাড়ির কেউ জেক ডানলপের মরার খবর পায়নি। অথচ, গতকাল সন্ধ্যায় ক্লেটন আর বাড ডিকসনকে যারা তাড়া করেছিল, আধা ঘণ্টার মধ্যে সারা গাঁয়ে খবরটা ছড়িয়ে দেয়ার কথা তাদের। দেয়নি। এত বড় একটা খবর চেপে যাওয়ার লোক নয় ওরা। হাক, অবাক লাগছে না তোর? আমি কিছু বুঝতে পারছি না!'

তারপর বৃষ্টিকে গালমন্দ করতে লাগল সে। নইলে বাইরে বেরিয়ে লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে পারতাম আমরা, খোঁজখবর করতে পারতাম।

বৃষ্টি থামার পর আর একটা মিনিট দেরি করলাম না। বেরিয়ে পড়লাম। অনেক বেলা হয়ে গেছে। গাঁয়ের রাস্তা ধরে হেঁটে চললাম। এখানকার প্রায় সবাই আমাদেরকে চেনে। দেখা হলেই থেমে কুশল জিজ্ঞেস করতে লাগল, কখন এসেছি জানতে চাইল। কতদিন থাকব, তা-ও জিজ্ঞেস করল। কিন্তু খুনের ব্যাপারে একটা কথা শুনলাম না। কারও মুখে। আরও অদ্ভুত লাগল ব্যাপারটা। টম অনুমান করল, ডুমুরের জটলায় গেলে এখনও লাশটা পড়ে থাকতে দেখব, একা, নিঃসঙ্গ, লোকজনের ভিড় দেখা যাবে না আশপাশে। তার ধারণা, নিশ্চয় কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে।

কি হয়েছে আমাদেরকেই গিয়ে দেখতে হবে। আমার খুব একটা ইচ্ছে নেই, কিন্তু টমকে নিরস্ত করা গেল না। দেখতে দেখতে ডুমুরের জটলার কাছে চলে

এলাম আমরা। দুরুদুরু করছে আমার বুক, মেরুদণ্ডে শিরশিরে অনুভূতি। কিন্তু টমের কোনও ভাবান্তর নেই। অনেক সময় তার সাহস দেখে তাজ্জব হয়ে যাই আমি। কিছুতেই ডুমুরের জটলার ভেতরে আমাকে ঢুকতে রাজি করতে না পেরে শেষে বিরক্ত হয়ে একাই ঢুকে পড়ল। খানিক পরেই বেরিয়ে এলো। চোখ বড় বড় করে বলল, 'হাক, লাশ নেই!'

অবাক হলাম। 'বলিস কি!'

'নেই, উধাও হয়ে গেছে। কোনও চিহ্নই নেই। মাটিতে দাপাদাপি করার চিহ্ন রয়েছে বটে, তবে রক্তের দাগ নেই। বৃষ্টিতে ধুয়ে গেছে বোধহয়। বনের ভেতরেও পানি জমে রয়েছে।'

লাশ নেই। কাজেই ভয় চলে গেল। টমের সঙ্গে আমিও ঢুকলাম ডুমুরের জটলায়। ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম আশপাশটা। অবশেষে টম ঘোষণা করল, 'লাশ এখানে নেই।'

'কিছুই বুঝতে পারছি না,' আমি বললাম। 'টম, ডাকাতগুলো আবার ফিরে আসেনি তো, হীরা নেয়ার জন্যে? হয়তো ওরাই লুকিয়ে ফেলেছে লাশটা।'

'হতে পারে। ওরকমই কিছু ঘটেছে, নইলে লাশ যাবে কোথায়? কিন্তু কোথায় লুকাল?'

'কি করে বলব? যা খুশি হোকগে, আমি এসবে নেই। ফিরে এসে যদি লাশ সরিয়ে ফেলে থাকতে পারে, জুতোও সরাতে পারবে। অহেতুক খোঁজাখুঁজি করে আর লাভ নেই। হীরা পাব না আমরা।'

ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে নেই টমের। কিন্তু আমার জন্যে থাকতে পারল না। শেষে বলল, আমরা খুঁজে না পেলে কি হবে, লুকানো থাকবে না লাশ। বনের ভেতর লোক ঢুকবেই। কারও না কারও চোখে পড়বে। আর কুকুর নিয়ে ঢুকলে তো কথাই নেই। আমাদের কষ্ট করার আর দরকার হবে না। অন্যরাই বার করুক।

হতাশ হয়ে বাড়ির পথ ধরলাম আমরা। নাস্তার দেরি হচ্ছে। একটা লাশের জন্যে এতটা অস্থির আর কখনও হইনি।

আট : ভূতের সঙ্গে আলাপ

নাস্তার টেবিলে থমথমে হয়ে রইল পরিবেশ। অনেক বয়স্ক আর ক্লান্ত লাগছে আন্ট স্যালিকে। বাচ্চারা ঝগড়া করছে, হট্টগোল করছে, দেখছেনই না যেন তিনি। যা খুশি করুকগে, এমনি ভাব। অস্বাভাবিক লাগল। এটা আন্টির স্বভাব নয়। বেনিকে দেখে মনে হয় রাতে ভাল ঘুম হয়নি। মাঝে মাঝে চোখ তুলে চোরা চাহনি দিচ্ছে বাবার দিকে। চোখের কোণে পানি টলমল করছে। বেচারা মানুষটার অবস্থা খুবই খারাপ। টেবিলে তাঁর সামনে প্লেটে খাবার ঠাণ্ডা হচ্ছে, খেয়ালই নেই। ভেবেই চলেছেন, ভেবেই চলেছেন। কোনও কথা বলছেন না। খাবারের দিকে হাত বাড়াচ্ছেন না।

স্তব্ধ হয়ে গেছে যেন সব কিছু। যখন পরিবেশ একেবারে অসহ্য হয়ে উঠল, বাঁচিয়ে দিল ব্রেসের নিগ্রো চাকরিটা। দরজা খুলে উঁকি দিয়ে জানাল, তার মারসে ব্রেস ভীষণ অস্বস্তিতে পড়ে গেছে। বাড়ি ফেরেনি মারসে জুপিটার। মারসে সিলাস কি দয়া করে বলতে পারবেন...

হঠাৎ যেন বরফ হয়ে গেল সে। কথা আটকে গেছে মুখে। কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়েছেন অ্যাংকেল। টেবিলে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন, নইলে যেন পড়ে যাবেন। হাঁপাচ্ছেন। লোকটার ওপর দৃষ্টি স্থির। ঢোক গিলছেন বার বার। দু'বার হাত নিয়ে গেলেন গলার কাছে। অনেক কষ্টে যেন কথা বেরোল, 'কি ভেবেছে... ও কি ভেবেছে... ওকে বল... ওকে বল গিয়ে...' কাঁপতে কাঁপতে আবার বসে পড়লেন তিনি। দুর্বল কণ্ঠে বললেন, 'যাও, যাও এখান থেকে!'

ভয় পেয়ে বেরিয়ে গেল লোকটা। আমাদের মনে হতে লাগল... কি বলব... সাংঘাতিক খারাপ লাগতে লাগল মানুষটার জন্যে। বসে বসে হাঁপাচ্ছেন। যেন জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবেন এখুনি, মারাও যেতে পারেন। আমরা কেউ নড়লাম না, কেবল আস্তে করে উঠে গেল বেনি। তার চোখে জল। গিয়ে দাঁড়াল বাবার পাশে। নিজের মাথাটা চেপে ধরল বাবার ধূসর চুলে ঢাকা মাথাটার সঙ্গে। হাত বুলিয়ে দিচ্ছে ধীরে ধীরে। ইশারায় আমাদেরকে চলে যেতে বলল। বেরিয়ে গেলাম আমরা। এত দ্রুত, যেন লাশের কাছ থেকে ছুটে পালালাম।

বনের দিকে চললাম আমি আর টম। গত গ্রীষ্মের কথা বলে আফসোস করতে লাগলাম। কি চমৎকারই না কেটেছিল সেবার। সব কিছু শান্ত। সবাই

সুখী। আংকেল সিলাসকে ভালোবাসত গাঁয়ের লোকে। তিনিও ছিলেন হাসিখুশি, আন্তরিক, আমাদের সঙ্গে কত ভালো ব্যবহার করতেন। আর এবার? সব কেমন বদলে গেছে। পাগল না হলেও হতে বেশি বাকি আছে বলে মনে হয় না আমার। আর চুপ করে সেটা দেখতে হবে আমাদের।

চমৎকার একটা দিন। উজ্জ্বল রোদ। পাহাড়ের ওপর দিয়ে প্রেইরির দিকে এগোলাম আমরা। ঝকঝক করছে বৃষ্টি ধোয়া গাছপালা। ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে। দেখে বিশ্বাস হতে চায় না এত সুন্দর পরিবেশে কোনও গোলমাল, কোনও অশান্তি থাকতে পারে। হঠাৎ চমকে গেলাম আমি। দম বন্ধ করে ফেললাম। আঁকড়ে ধরলাম টমের হাত। শরীরের ভেতরের সমস্ত যন্ত্রপাতিগুলো যেন আলগা হয়ে গেল।

'ওই যে!' লাফ দিয়ে পিছিয়ে এসে ঢুকে পড়লাম ঝোপের ভেতর। কাঁপছি। পাশ থেকে টম বলল, 'শ্‌শ্‌শ্‌! শব্দ করবি না।'

মাঠের ধারে একটা গাছের গুঁড়িতে বসে রয়েছে ওটা। টমকে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করলাম। সে যেতে চাইল না। বলল, আর কোনও দিন এই জিনিস দেখার সুযোগ না-ও মিলতে পারে। তাই ভালো মত দেখে যেতে চায়, এর জন্যে যদি মরতে হয় মরবে। সুতরাং আমাকেও থাকতে হল এবং দেখতে হল।

নিচু স্বরে টম বলল, 'বেচারা জেক। যেগুলো সব সময় পরে থাকবে বলেছিল সেসব পরেই রয়েছে। একটা ব্যাপারেই কেবল গোলমাল রয়েছে, শিওর হতে পারছি না আমরা, সেটা তার চুল। এখন আর লম্বা নেই। খাটো করে ফেলেছে। যে রকম করবে বলেছিল। হাক, ভূত এত স্বাভাবিক হয়, জানতাম না।'

'আমিও না,' বললাম।

'একেবারে নিরেট লাগছে, মানুষের মত। মরার আগে যেমন ছিল অবিকল তেমনি রয়েছে।'

তাকিয়ে আছি।

টম বলল, 'হাক, একটা কথা ভেবেছিস? ওরা কখনও দিনে বেরোয় না। এটা বেরিয়ে বসে আছে।'

'তাই তো। এ রকম কথা জন্মেও শুনিনি। ভূতেরা কখনও দিনে বেরোয় না...'

'রাতেও বেরোয় অনেক দেরি করে। মাঝ রাতের পর। এটার কিছু একটা গণ্ডগোল রয়েছে, লিখে রাখতে পারিস আমার কথা। দিনে বেরোনোর কথা নয়।

স্বাভাবিক ভূতের মতও লাগছে না এটাকে। জেক বলেছিল, এখানে এসে কালা আর বোবার ভান করবে। মরার পরেও কি তাই করবে? ডাকলে কি জবাব দেবে?'

'পাগল হয়ে গেলি নাকি, টম?' আঁতকে উঠে বললাম। 'ডাক দিয়ে মরবি নাকি!'

'দেখ দেখ, মাথা চুলকাচ্ছে!'

'তাতে কি হয়েছে?'

'মাথা চুলকাবে কেন? ভূতের তো অনুভূতি থাকার কথা নয়। চুলকায় না। ব্যথা করে না। তাছাড়া কুয়াশা জাতীয় ধোঁয়াটে কিছু দিয়ে তৈরি, নিরেট নয়। কুয়াশার শরীর চুলকানো যায় না, যে কোনও গর্দভও একথা বুঝবে।'

'না-ই যদি চুলকায় তাহলে চুলকাল কেন? অভ্যেস, বুঝলি। বেঁচে থাকতে চুলকাত তো, মরে গিয়েও ভোলেনি অভ্যেসটা।'

'আমার তা মনে হয় না। যে রকম করছে আমার তাতে সন্দেহ হচ্ছে। আসল ভূত নয় ওটা, ঠকা খেয়েছি আমরা। আরও ব্যাপার আছে।'

'মানে? কি ব্যাপার?'

'ভূতটার ভেতর দিয়ে ওপাশের ঝোপ দেখতে পাচ্ছি না আমি।'

'তাতে কি হল... টম রে, ঠিকই বলেছিস! এক্কেবারে নিরেট, গরুর মত! আমিও ভাবছিলাম...'

'হাক, আরে করছে কি দেখ! এ-তো তামাক চিবাচ্ছে! তামাক কেন, কোনও কিছুই চিবাতে শোনা যায়নি ওদেরকে! হাক?'

'বল্।'

'ওটা ভূত নয়। জেক ডানলপ।'

'গাঁজা খেয়েছিস!'

'হাক, বনের ভেতরে কোনও লাশ পেয়েছি?'

'না।'

'লাশের কোনও চিহ্ন?'

'না।'

'পাব কি করে? কোনও লাশ ছিলই না।'

'কিন্তু টম, আমরা...'

'হ্যাঁ, শুনেছি। চিৎকার। তাতেই কি প্রমাণ হয়ে গেল কেউ খুন হয়েছে?

অবশ্যই না। চারজন লোককে দৌড়ে যেতে দেখেছি আমরা। কিছুক্ষণ পর এই লোকটা বেরোল। তাকে ভূত মনে করেছি আমরা। আসলে মোটেও ভূত ছিল না সে। তোর আমার মতই জ্যান্ত মানুষ। তখনও জেক ডানলপ ছিল, এখনও তাই রয়েছে। চুল কেটে ছোট করে ফেলেছে, যা করবে বলেছিল। এখানে নতুন লোক সাজার ভান করছে। ভূত ফুত কিচ্ছু না।'

এইবার বিশ্বাস হলো আমার। আসলেই তো, বোকার মত অন্য জিনিস ভেবেছি একজন মানুষকে। লোকটা মারা যায়নি। বুঝে খুব খুশি হলাম। টমও হলো। ভাবতে লাগলাম। আমরা এখন কি করলে লোকটা খুশি হবে। তাকে চিনি না এরকম ভান করে থাকলে, নাকি গিয়ে জিজ্ঞেস করলে? গিয়ে জিজ্ঞেস করবে ঠিক করল টম। হাঁটতে শুরু করল। আমার ভয় এখনও পুরোপুরি যায়নি, তাই বেশ একটু পেছনে রইলাম। তেমন বুঝলেই যাতে ঝেড়ে দৌড় দিতে পারি। বলা যায় না, ভূত হয়েও মানুষের অভিনয় করতে পারে ওটা। কাছে গিয়ে টম বলল, 'আপনাকে দেখে আমি আর হাক খুব খুশি হয়েছি। ভয় পাবেন না, আমরা কিছু বলব না। আর আপনি চাইলে পথেঘাটে যদি আপনার সঙ্গে দেখা হয়, না চেনার ভান করব। আমাদের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারেন। আপনাকে কোনও রকম বিপদে ফেলব না, কথা দিচ্ছি।'

প্রথমে আমাদেরকে দেখে অবাক হয়েছিল সে, অখুশি হয়েছিল, তবে টমের কথা শুনে দুশ্চিন্তা দূর হলো তার চেহারা থেকে। হাসল। কয়েকবার মাথা ঝাঁকিয়ে হাত নেড়ে বোঝানোর চেষ্টা করল, 'গাঁ-গাঁ, গাঁ-গাঁ,' কালা আর বোবারা যেমন করে বলে।

প্রেইরির আরেক প্রান্তে বাস করে স্টিভ নিকারসন। তার কয়েকজন কাজের লোককে আসতে দেখলাম। টম বলল, 'বাহ, চমৎকার অভিনয় করছেন তো। এর চেয়ে ভাল আর কেউ পারবে না। ঠিকই করছেন। এখানে আমাদের সঙ্গেও এরকমই করবেন, তাতে প্র্যাকটিসও হয়ে যাবে, কেউ কিছু বুঝতেও পারবে না। আপনার কাছ থেকে দূরে থাকব আমরা। দেখা হয়ে গেলেও চিনব না। তবে যখনই কোনও সাহায্যের প্রয়োজন হবে, বিনা দ্বিধায় সঙ্গে সঙ্গে খবর দেবেন আমাদের।'

হাঁটতে শুরু করলাম দু'জনে। নিকারসনের লোকগুলোর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একজন জিজ্ঞেস করল, অপরিচিত ওই লোকটাকে চিনি কিনা আমরা। কোথা থেকে এসেছে, তার নাম কি, কতদিন থাকবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। নতুন

কাউকে গাঁয়ে দেখলে মানুষ সাধারণত যেসব প্রশ্ন করে, সেসব। টম জবাব দিল, লোকটা কালা আর বোবা, তার কাছ থেকে কোনও কথা আদায় করতে পারেনি। কিছু জিজ্ঞেস করলেই কেবল গাঁ-গাঁ করে। এগিয়ে গেল ওরা। জেকের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। সেটা আরও বাড়িয়ে দিল টম। বলল, হঠাৎ করে কেউ কালা আর বোবা সাজতে গেলে কিছু অসুবিধে হয়। ভুল করে বসে।' কিছু ভাবার আগেই কথা বলে ফেলে। তাহলেই সব শেষ। তাকিয়ে রইলাম আমরা। ভালোই চালাচ্ছে মনে হলো জেক। হাত নাড়ছে, মাথা ঝাঁকাচ্ছে, কথা বলছে বলে মনে হয় না। চালাক লোক। বুঝতে পারলাম, অত সহজে ধরা পড়বে না। মাইল তিনেক দূরে গাঁয়ের স্কুল। সেদিকে রওনা হলাম আমরা।

ডুমুরের জটলার ভেতরে কি ঘটেছে সেটা জেকের মুখ থেকে শুনতে পারলাম না বলে খুব নিরাশ হয়েছি আমি। টমেরও একই অবস্থা। মৃত্যুর কতটা কাছাকাছি চলে গিয়েছিল সে, কিভাবে বেঁচেছে এসব শোনার প্রচণ্ড কৌতূহল হচ্ছে। কিন্তু জেকের স্বার্থেই তার কাছে গিয়ে এসব প্রশ্ন করা এবং তার মুখ খোলানো থেকে বিরত রইলাম আমরা।

আবার আমাদেরকে দেখতে পেয়ে খুশি হলো স্কুলের ছেলেমেয়েরা। চমৎকার কাটল আমাদের সময়। স্কুলে আসার পথে হেনডারসনের ছেলেরাও অপরিচিত বোবা কালা লোকটাকে দেখে এসেছে। সবাইকে জানাল সে কথা। কাজেই সমস্ত শিক্ষার্থীদের মুখে কেবল একটাই কথা আলোচিত হতে লাগল যেন দুনিয়ায় আর কোনও কথা নেই। ওরকম বোবা কালা লোক কোনদিন দেখেনি ওরা। দেখার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল।

একধারে টেনে নিয়ে গিয়ে টম আমাকে বলল, চুপ করে থাকতে বড়ই কষ্ট হচ্ছে। লোকটাকে চিনি, তার সঙ্গে পরিচয় আছে, এসব বললে হিরো হয়ে যাব আমরা। তবে চুপ করে থাকলে আরও বড় হিরো হতে পারব। দুনিয়ায় এমন দুটো ছেলে আর কোথাও নেই, যারা এত্তবড় একটা খবর জেনেও মুখ বন্ধ রাখতে পারে।

টমের সাথে একমত হলাম আমি। ঠিকই বলেছে। ও। দুনিয়ায় আর কোনও ছেলেই এতবড় একটা খবর আমাদের মত চেপে যেতে পারবে না।

নয় : লাশের খোঁজে

ওই এলাকায় জেক ডানলপের ডাকনাম হয়ে গেল ডামি। দু'তিন দিনেই জনপ্রিয় হয়ে গেল সে। পড়শীদের বাড়িতে যায়। ওরাও তাকে পেয়ে খুশি হয়। আর সে-ও ওদেরকে নাড়া দিতে পেরে আনন্দিত। তারা তাকে নাস্তার সময় ডাকে, দুপুরের খাবার খেতে বলে, রাতের খাবার একসাথে বসে খেতে চায়। শুয়োরের মাংস আর নানা রকম মুস্বাদু খাবার খাইয়ে পেট ফুলিয়ে দেয় তার, চেয়ে থাকে তার দিকে, তার সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানতে চায়, এমনই অসাধারণ আর রোমাঞ্চিত করার মত চরিত্র ডামি। আকারে ইঙ্গিতে কথা বোঝাতে চায় সে। পারে না। ইঙ্গিতগুলো দুর্বল। লোকে তো বোঝেই না, সে নিজেও বোঝে কিনা সন্দেহ। তবু বোঝাতে চায়, গাঁই-গুঁই করে, এবং তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে যায় সকলে, তার ওই দুর্বোধ্য শব্দগুলো আবারও শুনতে চায়। শেষে একটা স্লেট আর পেন্সিল চেয়ে নেয় সে। লোকে প্রশ্ন লিখে দেয় তাতে, সে জবাব লেখে। কিন্তু তার লেখা কেউ পড়তে পারে না, ব্রেস ডানলপ বাদে। ব্রেস বলে, সে-ও ভালমত পারে না, তবে কিছু কিছু বুঝতে পারে, বাকিটা আন্দাজ করে নেয়। ডামি বলে অনেক টাকা পয়সা ছিল তার। ব্যবসা করতে গিয়েছিল এক ঠগবাজের সঙ্গে। লোকটা তাকে ঠকিয়ে ফকির বানিয়ে দিয়ে গেছে। এখন এমনই অবস্থা খাওয়ার পয়সাও নেই। লোকের কাছে চেয়েচিন্তে খেতে হয়।

অপরিচিত ওই দুঃখী লোকটাকে জায়গা দেয়ার জন্যে লোকে ব্রেসের প্রশংসা করে। ছোট একটা কেবিন ডামিকে ছেড়ে দিয়েছে সে। তার দেখাশোনার জন্যে একজন নিগ্রো চাকরও দিয়েছে। হুকুম দিয়ে দিয়েছে ডামি যখন যা চায় তাই যেন দেয়া হয়।

আমাদের ঘরেও কয়েকবার এসেছে ডামি। কারণ আংকেল সিলাস তাকে পছন্দ করেন। তিনি মনে করেন, ওই লোকটাও তারই মত লোকের করুণার পাত্র। কাজেই দু'জনের দুঃখ অনেকটা একই রকম। আমি আর টম এমন ভান করি যেন আগে দেখিইনি, সে-ও ওরকমই ভাব দেখায়।

পরিবারের সবাই তার সামনেই একান্ত ব্যক্তিগত আলোচনাগুলোও করে। যেন বাইরের কেউ নেইই ওখানে। তারা তো আর জানে না লোকটা ঠিকই কানে শোনে। তবে আমাদের অস্বস্তি লাগে। ঘরের কথা একজন বাইরের লোক শুনবে

কেন? কিন্তু সেটা কাউকে বলতে পারি না।

আরও দুই তিন দিন গেল। ডামিকে নিয়ে লোকের উত্তেজনা কিছুটা কমল। এইবার মনে পড়ল জুপিটার ডানলাপের কথা। সবাই সবাইকে জিজ্ঞেস করতে লাগল। কেউ জানে কিনা লোকটা কোথায় গেল। কেউই কিছু বলতে পারে না। সবাই মাথা নাড়ে। সবাই অবাক হয়। আরেকটা দিন কাটল। আরও একটা। কে জানি ছড়িয়ে দিল কথাটা—জুপিটার খুন হয়েছে। মৌচাকে ঢিল পড়ল যেন। গুঞ্জন শুরু হল সারা গাঁয়ে। জোরে বলে না কেউ, সবাই ফিসফাস করে, জুপিটার খুন হয়েছে। তবে ফিসফাসে সীমাবদ্ধ থাকল না বেশি দিন। শনিবার দিন দু'তিন জন লোক মিলে বেরিয়ে পড়ল বনের ভেতরে লাশ খুঁজতে। আমি আর টমও চললাম ওদের সঙ্গে। এতবড় একটা সুযোগ হাতছাড়া করে কে। এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েছে টম, নাওয়া-খাওয়াই ভুলে গেল। আমাকে বলল, আমরা খুঁজে বের করতে পারলে সারা গাঁয়ে হিরো বনে যাব। লোকে এত প্রশংসা করবে, যে চাপা-ই পড়ে যাব আমরা।

খোঁজাখুঁজি করে বিরক্ত আর ক্লান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিল লোকে। কিন্তু টম সয়্যার ছাড়ল না। সে কোনও ব্যাপারে হাল ছাড়ে না, শেষ না দেখে। শনিবার রাতে প্রায় ঘুমালই না। সারা রাত জেগে জেগে প্ল্যান করল। ভোরের দিকে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কি করবে। উত্তেজিত হয়ে বিছানা থেকে টেনে তুলল আমাকে, বলল, 'হাক, জলদি ওঠ! কাপড় পরে নে। পেয়ে গেছি! আরে, জলদি কর না!'

দুই মিনিটেই তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। অন্ধকার রয়ে গেছে তখনও। নদীর ধার দিয়ে ছুটলাম। বুড়ো জেফ হুকারের একটা কুকুর আছে; ব্লাডহাউন্ড, সেটাই নিতে চলেছে টম।

আমি বললাম, 'চিহ্ন অনেক পুরানো হয়ে গেছে, টম, তাছাড়া বৃষ্টি হয়েছে। মুছে গেছে নিশ্চয়।'

'তাতে কি? বনের ভেতরে লাশ লুকানো থাকলে কুকুরের নাককে ফাঁকি দিতে পারবে না। খুঁজে পাবেই। খুন করে থাকলে লাশ মাটির বেশি নিচে চাপা দিতে পারেনি, পারার কথা নয়, কুকুরটা মাটি শুঁকে বের করে ফেলবে। হাক, হিরো হতে চলেছি আমরা। জন্মেছিস বলে তো দুঃখ করিস, এইবার মনে হবে সার্থক হল সে জন্ম।'

টগবগ করে ফুটছে যেন টম। তার উত্তেজনা এরকমই। আগুন যখন ধরে

সারা গায়েই ধরে। এইবার যেন আরও বেশি করে ধরেছে। আমি জানি, লাশটা বের করেই ক্ষান্ত হবে না সে, এরপর লাগবে খুনীর পিছে। বের করেই ছাড়বে।

বললাম, 'আগে তো লাশ খুঁজে বের কর। সেটা করতেই আজকের দিনটা যাবে। অবশ্য যদি লাশ থাকে। লোকটা সত্যিই খুন হয়েছে কিনা কেউ জানে না এখনও। এমনও হতে পারে, কাউকে কিছু না জানিয়ে কোথাও চলে গেছে জুপিটার।'

রেগে গেল টম। বলল, 'হাক ফিন, তোর মত এরকম একটা নীরস লোক আর দেখিনি। সব কিছুতেই উল্টোটা দেখতে পাস। কোনও ব্যাপারে নিজে যদি না উৎসাহ পাস কাউকে দিতেও পারবি না। লোকটা খুন হয়নি একথা ভেবে কি লাভ হচ্ছে তোর? কিছু না। বরং লোকসান। বাড়িতে গিয়ে চুপটি করে বসে থাকতে হবে। তুই এত ঠাণ্ডা কেন বুঝতে পারি না। অবাকই লাগে। এই বয়েসী একটা ছেলে...'

'হয়েছে, হয়েছে, থাম,' বাধা দিয়ে বললাম। 'কান মলছি, আর বলব না। কে বলল আমি উত্তেজিত হইনি? আসলে সম্ভাবনাগুলো খতিয়ে দেখার চেষ্টা করছিলাম। ঠিক আছে, আর কিছু বলব না, তোর যা ভাল মনে হয়, কর। জুপিটারকে নিয়ে আমার কোনও মাথাব্যথা নেই। ও খুন হলে তোর মতই আমিও খুশি...'

'আমি খুশি হব কে বলল তোকে?'

'ঠিক আছে, তাহলে অখুশি। তোর যেটা ভাল লাগবে, আমারও সেটা ভাল লাগবে, যা...'

'অখুশি বা লাগবে কেন? এখানে অখুশির কি হল?'

'খুশিও না, অখুশিও না, তাহলে কি...'

'তুই একটা ছাগল,' বলে হাত নেড়ে আমাকে দিল টম। ছুটে চলেছে। তার সঙ্গে ছুটতে ছুটতে হাঁপ ধরে গেল আমার।

খানিক পরে আবার বলল সে, 'হাক, বুঝতে পারছিস না পরিস্থিতিটা। সবাই খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে। আমরা যদি লাশটা খুঁজে বের করতে পারি এখন, কি রকম হবে অবস্থাটা বুঝে দেখ। আর যদি খুনীকেও বের করতে পারি তাহলে কি সম্মানটাই না পাব। শুধু আমরাই না, আংকেল সিলাসও পাবেন, কারণ তার বাড়িতেই মেহমান হয়েছি আমরা। আবার তাঁকে ভালোবাসতে আরম্ভ করবে লোকে।'

কিন্তু এত উত্তেজনা এত আশা সব কিছুতে যেন ঠাণ্ডা পানি ঢেলে দিল জেফ হুকার। তার কামারশালায় ঢুকে জানালাম আমরা কি জন্যে এসেছি। সে বলল, 'নিতে এসেছ নিয়ে যাও, কিন্তু লাভ হবে না। লাশই নেই, তা পাবে আর কোথায়। সবাই খোঁজা বাদ দিয়ে দিয়েছে। ঠিকই করেছে। অহেতুক কষ্ট। একজন মানুষ আরেকজনকে কেন খুন করে, বল তো টম সয়্যার?'

'কেন করে?... ইয়ে... ইয়ে...'

'ইয়ে ইয়ে করছ কেন? বল?'

'ইয়ে... কখনও করে প্রতিশোধের জন্যে, কখনও...'

'প্রতিশোধ। ঠিক বলেছ। এখন বল তো তার ওপর কে প্রতিশোধ নিতে যাবে? কার এমন ঠেকা পড়ল? একটা খরগোশের দাম আছে, তার তো তা-ও নেই।'

চুপ হয়ে গেল টম। আমারও মনে হল, তাই তো, জুপিটার ডানলপকে কেন খুন করতে যাবে কেউ?

হুকার আবার বলল, 'তাহলে বুঝতেই পারছ, প্রতিশোধের ব্যাপারটা আসছে না। আর কি হতে পারে? ডাকাতি! মাই গড! টম! ডাকাতি! জুপিটারের কোমরের ছেঁড়া বেল্টটা কেড়ে নিতে চেয়েছিল, বাধা দেয়ায় ছুরি মেরেছে...'

নিজের রসিকতায় নিজেই হা হা করে হাসতে লাগল কামার। হাসছে তো হাসছেই। চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে গেল, পেট চেপে ধরল, হাসি আর থামে না। যেন না মরা পর্যন্ত হাসতেই থাকবে। এতটাই কুঁকড়ে গেল টিম, আমার মনে হলো লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করছে তার, এখানে আসার জন্যে নিজেকে অভিশাপ দিচ্ছে এখন মনে মনে। একজন মানুষ আরেকজনকে খুন করার পেছনে যতগুলো কারণ থাকতে পারে একে একে বলে যেতে লাগল হুকার। যে কোনও বলদও বুঝতে পারবে ওসব কারণের কোনটাই জুপিটারের মধ্যে খুঁজে পাবে না খুনী। সমস্ত ব্যাপারটাতেই সাংঘাতিক মজা পাচ্ছে কামার। গাঁয়ের এতগুলো লোক বোকা বনেছে বলে। হেসেই চলেছে, হেসেই চলেছে। বলল, 'আর কি গাধা ওরা দেখো। বনের ভেতর আবার লাশ খুঁজতে গেল। আরে ছাগলের দল, কাজ করতে ভাল লাগছিল না বলে চুরি করে পালিয়েছে অকর্মার ধাড়িটা, এটা বুঝতে পারলি না? পালিয়েছে, কিন্তু থাকতে পারবে না। কাজ না করলে কে খেতে দেবে? এই এলো বলে। বড় জোর দু'হপ্তা, তার পরেই ফিরে আসবে, আমি বলে দিলাম, দেখো। খুব খারাপ লাগছে তোমাদের, না? এই দেখ

তো কাণ্ড, মনটা খারাপ করে দিলাম। থাক, অত মন খারাপ করতে হবে না। যা নিতে এসেছ, নিয়ে যাও। যাও, টম, কুকুরটা নিয়ে গিয়ে খুঁজে দেখগে বনের ভেতর।'

বলেই হাসি চেপে রাখতে না পেরে আবার হো হো করে উঠল। গম্ভীর হয়ে আছে টম। সামলে নিয়েছে অনেকখানি। কামারের হাসির তোয়াক্কা করল না আর। বলল, 'শেকলটা খুলে দিন।' খুলে দিল হুকার। কুকুরটাকে নিয়ে ফিরে চললাম। কানে আসছে কামারের হাসি। হেসেই চলেছে সে। ওকেও বোকা মনে হলো আমার। এত হাসে নাকি লোকে?

চমৎকার একটা কুকুর। অবশ্য ব্লাডহাউন্ডের মত ভাল কুকুর আর হয়ও না। তাছাড়া এই বিশেষ প্রাণীটা আমাদেরকে চেনে, পছন্দ করে। আমাদের চারপাশে ঘুর ঘুর করতে করতে এগোল সে। মুক্তির আনন্দ, পিকনিকে যাওয়ার আনন্দে অস্থির। এই যে আমাদের সঙ্গে বনে চলেছে এটাই ওর জন্যে পিকনিক। টম গম্ভীর হয়েই আছে। কুকুরটার আনন্দে যোগ দিতে পারছে না। বলল, চুপ করে দাঁড়িয়ে মিনিটখানেক ভাবা দরকার, বোকামি করতে যাবার আগে। বুড়ো জেফ হুকার সবাইকে বলে দেবে একথা, তারপর হাসাহাসির ধুম পড়ে যাবে সারা গাঁয়ে। লজ্জায় মুখ দেখানোর উপায় থাকবে না তখন। তারপর মনস্থির করে নিয়ে বলল, 'নাহ্, যা করতে এসেছি করেই যাব, খুঁজে দেখব বনের ভেতর।'

কিন্তু লাশটা পেলাম না। পেছনের রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরে চললাম আমরা। যাওয়ার সময় যে উত্তেজনা ছিল তার ছিটেফোঁটাও নেই। মন খারাপ হয়ে গেছে। তামাক খেতের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় থমকে দাঁড়াল কুকুরটা। বাতাস শুঁকছে। তারপর ঘুরেই দিল দৌড়। ছুটে গিয়ে এক জায়গায় মাটি খুঁড়তে শুরু করল। মাঝে মাঝে থেমে মুখ তুলে হউ হউ করে ওঠে। তারপর আবার খোঁড়ে।

লম্বা চারকোনা একটা গর্ত। কবরের আকৃতি। বৃষ্টিতে ভিজে মাটি দেবে গেছে, ফলে গর্তের আকারটা বোঝা যাচ্ছে। পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগলাম আমি আর টম, কারও মুখে কথা নেই। আরও কয়েক ইঞ্চি খুঁড়ে কিসে যেন নখ লাগল তার, মুখ ঢুকিয়ে দিয়ে কামড়ে টেনে বের করে আনল একটা হাত। গলা টিপে ধরা হয়েছে যেন টমের, ফ্যাঁসফ্যাঁসে কণ্ঠে বলল, 'হাক, আয়, পেয়ে গেছি!'

ভীষণ খারাপ লাগছে আমার। রাস্তা দিয়ে ছুটলাম। প্রথম যে লোকটাকে দেখলাম, তাকেই ধরে নিয়ে এলাম তামাক খেতের কাছে। সে গিয়ে অন্য লোক নিয়ে এলো। বেলচা দিয়ে খুঁড়ে বের করা হলো লাশটা। তার পরের উত্তেজনা

কল্পনা করতে পারবে না।

কেউ ছুটল গাঁয়ে খবরটা প্রচার করতে, কেউ ছুটল শেরিফের কাছে। আমি আর টম জ্বলতে জ্বলতে ফিরে এলাম বাড়িতে। বসে রয়েছেন আংকেল সিলাস, আন্ট স্যালি আর বেনি। তর সইল না টমের। গড়গড় করে উগড়ে দিল, 'আমি আর হাক গিয়ে হুকারের ব্লাডহাউন্ডের সাহায্যে জুপিটারের লাশটা খুঁজে বের করেছি, তামাক খেতের ভেতরে, সবাই বনের ভেতর খুঁজে খুঁজে হাল ছেড়ে দেয়ার পর। আমরা না থাকলে কেউ খুঁজে পেত না লাশটা, আর সত্যিই সে খুন হয়েছে, লাঠি কিংবা ওই জাতীয় কিছু দিয়ে বাড়ি মেরে ফাটিয়ে দেয়া হয়েছে মাথা। এবার আমি খুনীকে খুঁজতে বেরোব, আর আমার বিশ্বাস খুঁজে তাকে পাবই।'

ছুটে আসা আর দ্রুত কথা বলার কারণে হাঁপাচ্ছে টম।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন আন্ট স্যালি আর বেনি। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ। কিন্তু আংকেল সিলাস টলে উঠলেন। সামনে ঝুঁকে উপুড় হয়ে পড়ে গেলেন চেয়ার থেকে। গোঙানি শোনা গেল তাঁর, 'ও, মাই গড, বের করে ফেলেছে!'

দশ : গ্রেপ্তার

শব্দগুলো যেন বরফের মত জমিয়ে দিল আমাদেরকে। পুরো এক মিনিট হাত পা নাড়তে পারলাম না। তারপর গিয়ে তুললাম বুড়ো মানুষটাকে, চেয়ারে বসিয়ে দিলাম। বেনি বাবাকে চুমু খেল, মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। বেচারি আন্ট স্যালিও তাই করতে লাগলেন। কিন্তু এতই ভেঙে পড়ছে সবাই, ভয় পেয়েছে, কি করছে সেটাই যেন বুঝতে পারছে না। টমের চেহারা হয়েছে দেখার মত। তার মনে হচ্ছে সব দোষ তার। এতোটা খুঁতখুঁতে না হলে, ওই লাশটা খুঁজে বের করতে না গেলে এরকমটা ঘটত না। তবে দ্রুত সামলে নিল নিজেকে, বলল, 'আংকেল সিলাস, ওভাবে আর একটা কথাও বলবেন না। বিপদ হয়ে যাবে আপনার।'

আন্ট স্যালি আর বেনি টমের কথা শুনে খুশি হলো, তারাও এটাই বলতে চেয়েছে। কিন্তু নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগলেন বুড়ো মানুষটা, বললেন, 'না, বলব, বলতেই হবে! আমিই একাজ করেছি! বেচারা জুপিটার, আমিই করেছি!'

শুনে আরও বোকা হয়ে গেলাম। তিনি থামলেন না। বলতে থাকলেন কি করে এটা ঘটেছে—সূর্য ডোবার সময়ে, আমি আর টম যেদিন এলাম। জুপিটার তাকে সাংঘাতিক বিরক্ত করছিল, শেষে আর সহ্য করতে না পেরে একটা লাঠি তুলে নিয়ে বসিয়ে দিলেন তার মাথায়। পড়ে গেল জুপিটার। তখন হুঁশ ফিরল তাঁর। ভয় পেয়ে গেলেন। ভাবলেন, মরে গেল বুঝি। কিন্তু একটু পরেই চোখ মেলল জুপিটার। তাঁকে দেখে ভীষণ চমকে গেল। লাফ দিয়ে উঠে দৌড় দিল। বেড়া ডিঙিয়ে ছুটতে ছুটতে গিয়ে ঢুকে পড়ল বনের ভেতর।

'ঈশ্বর,' বলছেন তিনি। 'তখনও কি জানতাম ভয়ই তাকে ওভাবে লাফিয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল! আসলে, অনেক ব্যথা পেয়েছিল সে। বনের ভেতর গিয়ে লুটিয়ে পড়ল। তাকে সাহায্য করার কেউ ছিল না ওখানে। কাজেই মারা গেল।'

কাঁদতে শুরু করলেন তিনি। নিজেকে দোষারোপ করে বলতে লাগলেন, তিনি খুনী, তিনি অপরাধী, ধরে নিয়ে যাওয়া হবে তাঁকে, ফাঁসিতে ঝোলানো হবে, তাঁর পরিবারের কী হবে তখন? টম বলল, 'কিছুই হবে না আপনার। কে জানছে আপনি তাকে খুন করেছেন? আরেকটা ব্যাপার, আপনি তাকে খুন করেননি। লাঠির এক বাড়িতেই একজন মানুষ ওভাবে মরে যেতে পারে না। অন্য কারও

কাজ।'

'না না, আমিই করেছি। অন্য কেউ না। ওর বিরুদ্ধে আর কার এমন রাগ আছে? ওর সঙ্গে কারও শত্রুতা নেই।'

মুখ তুলে তাকালেন তিনি। যেন আশা করছেন, আমরা বলি শত্রু আছে জুপিটারের, যে তাকে খুন করতে পারে। কিন্তু বলতে পারলাম না। তিনিও জানেন, বলতে পারব না। আরও বিষণ্ণ হয়ে গেল চেহারা। দেখলে মায়া লাগে।

বুদ্ধি এসে গেল টমের মাথায়। হঠাৎ বলে উঠল, 'দাঁড়ান! একটা কথা! বনের ভেতর মরেছিল সে, কেউ তাকে এনে তামাক খেতে কবর দিয়েছে। কে...'

বলেই থেমে গেল। কারণটা বুঝতে পারলাম। ঠাণ্ডা হয়ে গেল হাত-পা। মনে পড়ল, রাতের বেলা বেলচা হাতে বেরিয়েছিলেন আংকেল সিলাস। এবং আমি জানি, বেনিও দেখেছে, কারণ দিনে সে কথা বলেছিল আমাদেরকে।

ব্যাপারটা নিয়ে আর আলোচনা না করতে, একটা কথাও না বলতে অনুরোধ করল টম। মুখ বন্ধ রাখতে বলল। কেউ জানে না তিনি একাজ করেছেন। তিনি মুখ না খুললে জানার উপায়ও নেই। নিজের কথা ভেবে নয়, তিনি জেলে চলে গেলে কিংবা তাঁর ফাঁসি হয়ে গেলে পরিবারটার কি হবে, ভেবেই তিনি মুখ খুলবেন না কথা দিলেন। অনেকটা স্বস্তি পেলাম। তাঁকে হাসানোর চেষ্টা করতে লাগলাম। বললাম, কোনও ভাবনা নেই, তাঁকে শুধু মুখ বন্ধ রাখতে হবে। অল্প দিনেই সব উত্তেজনা শেষ হয়ে যাবে, ভুলে যাবে লোকে, তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে। আংকেল সিলাসকে কারও সন্দেহ করার কোনও কারণ নেই। তাঁর মত লোক খুন করতে পারেন না, কাজেই কল্পনাও করবে না কেউ একথা।

টম বলল, 'কেনই বা করবে? আপনি ভালো মানুষ, এ গাঁয়ের লোকে জানে। লোকের ভালই করতে চেয়েছেন শুধু। কখনও কারও কোনও ক্ষতি করেননি। আপনাকে কেউ সন্দেহ করবে না। আপনি জুপিটারকে খুন করেছেন ভাববেই না কেউ...'

'মিস্টার সিলাস,' দরজার কাছ থেকে ভারি গলায় বলে উঠলেন শেরিফ। 'জুপিটার ডানলপকে খুনের অপরাধে আপনাকে আমি গ্রেপ্তার করলাম!'

বাজ পড়ল যেন মাথায়, এতই চমকে গেলাম। আংকেল সিলাসকে জাপটে ধরল আন্ট স্যালি আর বেনি। চিৎকার করে কেঁদে উঠল দু'জনেই। কিছুতেই যেতে দেবে না আংকেল সিলাসকে। কিন্তু জোর করে তাঁকে নিয়ে চললেন শেরিফ। কাঁদতে কাঁদতে দরজার দিকে এগোল মা-মেয়ে। আমি আর সহ্য করতে

না পেরে বেরিয়ে গেলাম ঘর থেকে।

এক ঘোড়ায় টানা খাঁচায় ভরে জেলে নিয়ে যাওয়া হবে আংকেলকে। আমরা সবাই গেলাম সঙ্গে। তাঁকে বিদায় জানাতে। আমি কাঁদছি। কিন্তু টমের চেহারা উজ্জ্বল। আমার কানে কানে বলল, 'খুব ভালো হয়েছে। অনেক মজা করতে পারব এবার। অন্ধকার রাতে সমস্ত বিপদ মাথায় নিয়ে বের করে আনব তাঁকে। হাক, আমরা হিরো হয়ে যাব তখন গাঁয়ের লোকের কাছে। অনেক দিন আমাদের কথা বলাবলি করবে সবাই।' দ্রুত এগিয়ে গিয়ে আংকেলের কানে কানে কথাটা বলল সে। মাথা নাড়লেন তিনি। বললেন, সেটা করা একদমই উচিত হবে না। আইনের হাতে ছেড়ে দিতে চান নিজেকে। যা বিচার হয় হোক, মাথা পেতে নেবেন তিনি।

হতাশ হলো টম। চুপসে গেল। নিজেকে অপরাধী ভাবতে আরম্ভ করেছে আবার। সে লাশটা খুঁজে বের না করলে আংকেল সিলাসের এই অবস্থা হত না। তবে হাল ছেড়ে দেয়ার পাত্র নয় টম সয়্যার, আন্ট স্যালি আর বেনিকে দুশ্চিন্তা না করতে অনুরোধ করল। বলল, দিন-রাত কাজ করে যাবে সে। যে করেই হোক আংকেলকে মুক্ত করে ছাড়বে।

আন্ট স্যালির ধারণা, তাঁর স্বামী নির্দোষ। এরকম একটা কাজ তিনি করতেই পারেন না। টমকে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, তিনি স্বামীর কাছাকাছি থাকতে চান। বিচার শেষ না হওয়াতক তিনি জেলারের বাড়িতে তার স্ত্রীর সঙ্গে থাকবেন। বাচ্চাদেরকে দেখেশুনে রাখার অনুরোধ করলেন আমাদেরকে। বেনিও বাড়িতেই থাকবে।

আংকেল আর আন্টিকে বিদায় জানিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরলাম আমরা।

এগারো : রহস্য ভেদী টম সয়্যার

কঠিন একটা সময় চলল আমাদের। বেচারি বেনি। আমাদের জন্যে খেটে খেটে অস্থির হলো। আমি আর টমও বাড়িটাকে যতটা সম্ভব হাসিখুশি রাখার চেষ্টা করলাম। কিন্তু হলো না। হওয়ার যে উপায় নেই সেটা তো বুঝতেই পারছি। জেলের ভেতরও সেই একই অবস্থা। রোজই আমরা আংকেল সিলাসকে দেখতে যাই। কিন্তু মন আরও খারাপ হয়ে যায় আমাদের। মানুষটা ঘুমাতে পারেন না ঠিকমত, ঘুমের মধ্যেই হাঁটাহাঁটি করেন, দিন দিন স্বাস্থ্য ভাঙছে, চেহারা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, মনের অবস্থা ভীষণ খারাপ। ভয় পাচ্ছি আমরা, শরীর একেবারে ভেঙে গিয়ে কোন দিন না মরেই যান। তাঁকে নানা রকমে বোঝাই আমরা, সান্ত্বনা দিই, হাসিখুশি থাকতে বলি। লাভ হয় না কিছু। আনমনে মাথা নাড়তে নাড়তে তিনি বলেন, মানুষ খুনের অপরাধ মন জুড়ে থাকলে কি করে একজন লোক হাসতে পারে? আমরা সবাই বোঝাই এটা খুন নয়, নিছক একটা দুর্ঘটনা। কিন্তু বোঝানো গেল না। বলতে লাগলেন আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে স্বীকার করবেন লোকটাকে সত্যিই খুন করতে চেয়েছিলেন। কি সাংঘাতিক কথা, বল তো। একথা বললে কি আর রক্ষা আছে! আর বাঁচানো যাবে না তখন তাকে। আরও মুষড়ে পড়ল আন্ট স্যালি আর বেনি। তাদের অবস্থা দেখে অবশেষে আংকেল কথা দিলেন, ঠিক আছে, ওরকম কিছু বলবেন না। কিছুটা স্বস্তি পেলাম আমরা।

টম সয়্যার অবশ্য এসব ব্যাপারে ততটা মাথা ঘামাল না, তার মাথায় অন্য চিন্তা—কি করে আংকেলকে বাঁচানো যায়, কিভাবে জেল থেকে বের করে আনা যায়। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকে, আমাকেও ঘুমোতে দেয় না, কেবল আলোচনা আর আলোচনা। তদন্তও চলে। কিন্তু কিছুই করতে পারছে না। আমি হাল ছেড়ে দিতে চাই, কিন্তু টম সয়্যার অন্য ধাতুতে গড়া। সে ছাড়ে না।

বিচারের দিন এসে গেল। অক্টোবরের মাঝামাঝি। সবাই আদালতে চললাম আমরা। বোঝাই হয়ে গেছে ঘর। বেচারা আংকেল সিলাস, বেঁচে থেকেও যেন মরে আছেন তিনি। চোখ বসা। ভীষণ রোগা হয়ে গেছেন। একপাশে বসেছে বেনি আরেক পাশে আন্ট স্যালি। দু'জনেরই মুখ থমথমে।

টম বসেছে বিবাদী পক্ষের উকিল সাহেবের পাশে, সাহায্য করছে তাঁকে।

তার আঙুল নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে সর্বত্র। উকিল সাহেব এবং জজ সাহেব বাধা দিচ্ছেন না তাতে। মাঝে মাঝে উকিল সাহেবের হাত থেকেও কাগজপত্র নিয়ে নিচ্ছে। প্রয়োজনে জেরাও করছে। লোকে বলে, উকিল হিসেবে সুবিধের নন আমাদের উকিল।

উঠে দাঁড়ালেন বিপক্ষের উকিল। আংকেল সিলাসের বিপক্ষে একটা ভয়ংকর বক্তৃতা দিলেন। গোঙাতে শুরু করলেন আংকেল। বেনি আর আন্ট স্যালি কাঁদতে লাগলেন। এমন করে বললেন খুনের কাহিনীটা, আমরা পর্যন্ত থ হয়ে গেলাম, অন্য দৃষ্টিতে দেখলাম পুরো ব্যাপারটাকে, আংকেল সিলাসের মুখ থেকে শুনে যে রকম মনে হয়েছিল তার চেয়ে একেবারে অন্য রকম। উকিল বললেন, তিনি প্রমাণ করে দেবেন যে আংকেল সিলাসই জুপিটার ডানলপকে খুন করেছেন। ভেবেচিন্তেই খুনটা করেছেন তিনি। জুপিটারকে লাঠি দিয়ে পিটিয়েছেন খুন করার উদ্দেশ্যেই। তাকে খুন করে ঝোপের ভেতরে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রেখেছিলেন। পরে ফিরে এসে লাশটাকে তামাক খেতে নিয়ে গেছেন, কবর খুঁড়ে তাতে মাটি চাপা দিয়েছেন। রাতের বেলা একাজ করেছেন তিনি। সাক্ষী আছে।

খুব কষ্ট লাগল আংকেলের জন্যে। তিনি ভেবেছেন একাজ করতে কেউ তাঁকে দেখেনি। তাই মিথ্যে কথা বলেছেন আমাদের সঙ্গে, বেনি আর আন্ট স্যালিকে কষ্ট দিতে চাননি বলে। ঠিকই করেছেন। আমি হলেও তাই করতাম। অন্যের জন্যে অনুভূতি আছে এ রকম যে-কেউই একাজ করবে। তবে উকিল সাহেব সেভাবে দেখতে চাইলেন না ব্যাপারটাকে। টম চুপ করে আছে। সে-ও আমারই মত ধাক্কা খেয়েছে মনে হলো। কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে। এমন ভঙ্গি করছে যেন মোটেও উদ্বিগ্ন নয় সে, কিন্তু আমি জানি উত্তেজনা আর অস্থিরতায় ভেতরে ভেতরে ফেটে যাচ্ছে। ঘরের অন্যেরাও থ। জোর গুঞ্জন শুরু হয়েছে।

কি প্রমাণ করতে যাচ্ছেন সেটা জুরিদেরকে জানিয়ে বসে পড়লেন উকিল সাহেব। প্রায় ঘোষণা করার মত করে বললেন, আংকেল সিলাস মানুষ হিসেবে ভালো নন। যে লোকটা মারা গেছে তার সঙ্গে সব সময় দুর্ব্যবহার করতেন। তারপর সাক্ষীদের এক এক করে ডাকতে লাগলেন, তাদের মুখ থেকে শুনতে লাগলেন কিভাবে দুর্ব্যবহার করতেন আংকেল সিলাস। তাঁর ওপর বিরূপ হয়ে উঠতে লাগল লোকে। নানা কথা বলাবলি করতে লাগল। তাঁর দুর্ব্যবহারে নাকি ভীত হয়ে উঠেছিল বেচারি জুপিটার। লোকে সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছিল,

একদিন না একদিন লোকটাকে খুনই করে বসবেন আংকেল। কয়েকজনকে ডেকে তাদেরকে প্রশ্ন করে নিজের বক্তব্য প্রমাণ করলেন উকিল সাহেব। টমও নানা ভাবে জেরা করল তাদেরকে। লাভ হলো না। প্রথমে যা বলেছে তাতেই অটল রইল লোকগুলো।

তারপর, লেম বিবেকে ডাকা হলো। এসে দাঁড়াল সে। আমার মনে পড়ে গেল, সেদিন বিকেলে কিভাবে কথা বলতে বলতে আসছিল লেম আর জিম লেন, জুপিটার ডানলপের কাছ থেকে একটা কুকুর ধার নেয়ার কথা বলছিল। বিল আর জ্যাক উইদারস কিভাবে রাস্তা পেরিয়েছিল মনে পড়ল। আংকেল সিলাসের শস্য চুরির কথা কি যেন বলছিল ওরা। এবং তার পরেই মনে পড়ল আমাদের সেই ভূতটার কথা যে আমাদের প্রচণ্ড ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। সেই লোকটাও এখন এখানে উপস্থিত। কালা বোবার ভান করছে। রেলিং ঘেরা জায়গাটার ভেতরে তাকে একটা চেয়ার দেয়া হয়েছে বসার জন্যে। আরাম করে বসেছে সে। রেলিঙের বাইরে তিল ধারণের জায়গা নেই। গাদাগাদি করছে সেখানে লোকে, বসতে পারা তো দূরের কথা।

সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠল লেম বিবে, বলল : সেপ্টেম্বরের দুই তারিখের কথা বলছি। আমি আর জিম লেন যাচ্ছিলাম কথা বলতে বলতে। সূর্য তখন ডুবে গেছে। এই সময় জোরে জোরে কথা শুনলাম। মনে হলো ঝগড়া করছে কেউ। আরও কাছে এগোলাম। একটা হেজেল ঝোপের ওপাশে কথা কাটাকাটি করছে দু'জন লোক, একজনকে বলতে শুনলাম, 'বহুবার বলেছি তোমাকে, একদিন না একদিন খুন করবই।' গলাটা চিনতে পারলাম। আংকেল সিলাসকে দেখাল সে। তারপর দেখলাম ঝোপের ওপর দিয়ে একটা লাঠি উঠে গেল, নেমে গেল আবার, ধ্যাপাৎ করে বাড়ি লাগল কোনও কিছুতে, গোঙানি শুনলাম। ব্যাপার কি দেখার জন্যে পা টিপে টিপে ঝোপটা ঘুরে গিয়ে দেখি মাটিতে পড়ে আছে জুপিটার ডানলপ। লাঠি হাতে তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে এই আসামীটা। লাশটাকে একটা ঝোপের ভেতরে টেনে নিয়ে গেল সে, লুকিয়ে ফেলার জন্যে। আর ওখানে থাকলাম না আমরা। তাড়াতাড়ি সরে এলাম।

জমে গেছে যেন ঘরের প্রতিটি লোক। টুঁ শব্দ করছে না কেউ। অবাক হয়ে শুনল ওরা লেম বিবের কথা। সে থামলে শুরু হলো ফিসফাস, গুঞ্জন, একে অন্যের দিকে তাকাতে শুরু করল ওরা। বলাবলি শুরু করল, 'কি সাংঘাতিক! কি ভয়ংকর! আস্ত ডাকাত!' ইত্যাদি।

তাজ্জব হয়ে গেলাম। এর আগে যতজন সাক্ষী দিয়ে গেছে, সবাইকে নানা ভাবে প্রশ্ন করে বোঝার চেষ্টা করেছে টম, মিথ্যে বলছে কিনা কেউ, কিন্তু বিবেকে কিছু জিজ্ঞেস করল না। গভীর চিন্তায় ডুবে রয়েছে। যেন বহুদূরে চলে গেছে। বিবের কোনও কথাই কানে ঢোকেনি। তার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিলেন উকিল সাহেব। কিছু জিজ্ঞেস করবে কিনা জানতে চাইলেন। চমকে যেন বাস্তবে ফিরে এলো টম সয়্যার। 'যত খুশি সাক্ষী নিন। আমাকে বিরক্ত করবেন না দয়া করে। আমি ব্যস্ত।'

তার এই আচরণে আরও অবাক হয়ে গেলাম। কিছু বুঝতে পারছি না। বেনি আর তার মায়ের মুখের দিকে তাকানো যায় না। অসুস্থ হয়ে পড়েছে যেন। নিচের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বহুবার আমি ওদের চোখে চোখে তাকানোর চেষ্টা করলাম। লাভ হলো না। মুখই তুলল না কেউ।

সাক্ষী দেয়ার জন্যে জিম লেনকে ডাকা হলো। বিবের মত একই গল্প বলল সে-ও। ওর কথাও যেন শুনতে পায়নি টম। গভীর চিন্তায় ডুবে আছে। কোনও মন্তব্য করল না। বেশ স্বস্তি বোধ করছেন যেন বিপক্ষের উকিল সাহেব, কিন্তু জজ সাহেবকে বিশেষ খুশি মনে হলো না। টমের ব্যাপারেও তিনি সন্তুষ্ট নন। কিছু বলতেও পারছেন না। আর্‌কান্‌সর আইনে আছে আসামী তাকে সাহায্য করার জন্যে যে কাউকে নিয়োগ করতে পারে। আংকেল সিলাস টমকে বেছে নিয়েছেন—অবশ্য টমেরই চাপাচাপিতে। এটা পছন্দ হচ্ছে না বাদী পক্ষের উকিল আর জজ সাহেবের।

জিম লেন থামলে মুখ তুলল টম। 'দেখেছেন তো আগে বলেননি কেন?'

'ভয়ে। খুনের সঙ্গে কে জড়াতে চায়। তবে ব্রেস ডানলপকে বলেছি।'

'কবে?'

'শনিবার রাতে। সেপ্টেম্বরের ন' তারিখে।'

জজ সাহেবের দিকে তাকিয়ে টম বলল, 'শেরিফকে বলুন, এই দু'জনকে গ্রেপ্তার করুক। মিথ্যে সাক্ষী দেয়ার অভিযোগে।'

উত্তেজিত হয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন বাদী পক্ষের উকিল, 'ইওর অনার, আমি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছি...'

'বসুন!' জজ সাহেব বললেন কড়া গলায়, 'আদালতের প্রতি সম্মান জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে আপনাকে ।'

বসে পড়লেন উকিল সাহেব। বিল উইদারসকে ডাকা হলো।

বিল উইদারস এসে হলপ করল, বলল, 'সেপ্টেম্বরের দুই তারিখে বেলা ডোবার সময় আমি আসামীর তামাক খেতের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমার সঙ্গে ছিল আমার ভাই জ্যাক। একজন লোককে দেখলাম ভারি একটা বোঝা নিয়ে যাচ্ছে, শস্যের বস্তা মনে হলো, দূরে ছিল তখনও। আরেকটু কাছে এগোনোর পর বুঝলাম, বস্তা নয়, একজন মানুষকে বয়ে নিচ্ছে। যে লোকটা নিচ্ছে তাকে পারসন সিলাসের মতই লাগল। ভাবলাম, স্যাম কুপারকে নিয়ে যাচ্ছে। প্রায়ই মাতাল হয়ে পড়ে থাকে লোকটা, রাস্তায়, সিলাস তাকে ভালো করার চেষ্টা করে। বিপদ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে।'

এই গল্প শুনে গায়ে কাঁটা দিল লোকের। কারণ তারা বুঝতে পারছে কুপারকে নয়, জুপিটারকে নিয়ে গিয়েছিলেন আংকেল সিলাস, তামাক খেতে কবর দেয়ার জন্যে। কঠিন হয়ে গেল অনেকের মুখ। বেচারা আংকেলের প্রতি কারও একবিন্দু সহানুভূতি নেই। একজন তো বলে ফেলল, 'এ রকম নিষ্ঠুর খুনীর কথা আর শুনিনি। ঠাণ্ডা মাথায় মানুষটাকে খুন করল, পিঠে করে বয়ে নিয়ে গিয়ে জানোয়ারের মত তাকে মাটিতে পুঁতে রাখল।'

আবার ভাবনায় ডুবে গেছে টম। কিছুই বলছে না। আসামী পক্ষের উকিল তখন তাঁর সাধ্যমত জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তবে বিশেষ সুবিধে করতে পারলেন না।

তারপর কাঠগড়ায় উঠল জ্যাক উইদারস। বিলের মত একই গল্প বলল। তারপর উঠল ব্রেস ডানলপ। এমনিতেই কাঁদো কাঁদো হয়েছিল চেহারা, কাঠগড়ায় উঠে কেঁদেই ফেলল। তার কান্না সাড়া জাগাল দর্শকদের মাঝে। গুঞ্জন, ফিসফাসে ভরে গেল ঘর। কান পেতে রয়েছে সবাই। ব্রেসের কান্নায় মেয়েরা বেশি অভিভূত হলো, বলতে লাগল, 'আহারে, বেচারা! ভাইটা কি ভাবেই না মরল!' চোখ মুছল কেউ কেউ।

সত্য কথা বলবে বলে হলপ করল ব্রেস ডানলপ। বলতে শুরু করল, 'আমার ভাইটাকে আমি ভাল বলব না। অনেক জ্বালিয়েছে আমাকে, ভুগিয়েছে। তার পরেও সে আমার ভাই। ওভাবে তার মরাটা আমি সইতে পারি না। ওরকম গোবেচারা একজন মানুষকে কেউ খুন করে ফেলতে পারে ভাবতেই পারছি না। লোকে তো বলেই বেড়াচ্ছিল জুপিটারকে খুন করবে পারসন সিলাস। (টমকে মনে হলো সামান্য নিরাশ হয়ে গেল আবার) একজন পাদ্রী একাজ করবেন, এটা বিশ্বাসই করতে পারিনি। সে জন্যেই কথাটা শুনে শুরুতে গুরুত্ব দেইনি, এখন

আর দিয়েও লাভ নেই। অনেক দেরি করে ফেলেছি। আর কিছুই করার নেই। অথচ আগে শুনলে এখন মাটির তলায় শুয়ে থাকতে হত না আমার ভাইটাকে।' কান্নায় গলা বুজে এল তার, কথা আটকে গেল, পুরুষেরা নানান মন্তব্য করতে লাগল, মেয়েরা কাঁদছে। সব শব্দকে ছাপিয়ে গুঙিয়ে উঠলেন আংকেল সিলাস। ফলে তার দিকে নজর চলে গেল সবার। আবার বলতে লাগল ব্রেস, 'শনিবার দিন, দোসরা সেপ্টেম্বর, রাতে বাড়িতে খেতে এলো না জুপিটার। যতই দেরি হতে লাগল অস্বস্তি বাড়তে থাকল আমার। আমার একটা লোককে পাঠালাম আসামীর বাড়িতে। লোকটা এসে বলল জুপিটার ওখানে নেই। অস্থির হয়ে উঠলাম। ঘুমাতে পারলাম না, কেবলই গড়াগড়ি দিতে লাগলাম বিছানায়। শেষে আর থাকতে না পেরে উঠে চলে গেলাম আসামীর বাড়িতে। ভাবলাম কোথাও গিয়ে থাকলে হয়তো ফিরে এসেছে জুপিটার, ও বাড়িতেই কাজ করে যখন, ওখানেও ঢুকতে পারে, তখন কি আর জানি চিরকালের জন্যে আরেক জগতে চলে গেছে আমার ভাইটা...' আবার গলা ধরে এলো তার। বেশির ভাগ মহিলাই এখন কাঁদছে। নিজেকে সামলে নিয়ে আবার বলল ব্রেস, 'কোনও লাভ হলো না গিয়ে। জুপিটারকে পেলাম না। বাড়ি ফিরে এসে আবার ঘুমানোর চেষ্টা করলাম। পারলাম না। রাত গেল, পরের দিন গেল, আরেকটা দিন কাটল, ইতিমধ্যে গাঁয়ের লোকেও কানাঘুষা শুরু করে দিয়েছে। গাঁয়ের লোকে ধরেই নিল তাকে খুন করা হয়েছে। লাশ খুঁজতে বেরিয়ে পড়ল অনেকে। না পেয়ে হাল ছেড়ে দিল সবাই। আমারও তখন মনে হলো, সবাই তো দূর দূর করে, তাই মনের দুঃখে অন্য কোথাও চলে গেছে সে। দুঃখ ভুলে গেলেই আবার ফিরে আসবে। কিন্তু নয় তারিখ শনিবার রাতে লেম বিবে আর জিম লেন এসে হাজির হলো আমার বাড়িতে। আমাকে... আমাকে বলল সমস্ত ব্যাপারটা। শুনে যে কি কষ্টটাই না পেলাম বলে বোঝাতে পারব না। এই সময় একটা কথা মনে পড়ল, যেটা আগে দেখেছি কিন্তু তখন খেয়াল করিনি। রাতের বেলা ঘুমের মধ্যেই উঠে হাঁটাহাঁটি করার স্বভাব আসামীর, যা খুশি করে বসতে পারে তখন, কি করছে কিছুই না জেনে, পরে ঘুম ভাঙলে আর মনে করতে পারে না। কি মনে পড়ল আমার, বলছি। দোসরা শনিবার রাতে অস্থির হয়ে আমি ঘোরাঘুরি করছিলাম আসামীর বাড়ির কাছে। তার তামাক খেতের কাছে যেতে মাটি কোপানোর শব্দ শুনলাম। এত রাতে মাটি খোঁড়ার শব্দ শুনে স্বভাবতই কৌতূহল হলো। বেড়ার কাছে গিয়ে উঁকি দিলাম। দেখি, আসামী লম্বা একটা বেলচা দিয়ে মাটি খুঁড়ছে। আমার দিকে

পেছন ফিরে। উজ্জ্বল জ্যোৎস্না ছিল। তার পুরানো সবুজ রঙের ওয়ার্ক গাউনটাও তাই চিনতে অসুবিধে হয়নি। ভাবলাম, ঘুমের মধ্যে কিছু একটা পাগলামি করছে। তখন কি আর জানতাম আমার ভাইয়ের লাশটাই কবর দিচ্ছে!'

ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল সে। ফোঁপাতে শুরু করল। চিৎকার করে কেঁদে উঠল মেয়েরা। কাঁদছে আর বলছে, 'কি সাংঘাতিক! কি সাংঘাতিক! হায় হায়রে!' প্রচণ্ড উত্তেজনা দেখা দিল দর্শকদের মাঝে। আর কাগজের মত সাদা হয়ে গিয়ে প্রায় শ্লোক পাঠের মত সুর করে বলে উঠলেন আংকেল সিলাস, 'ঠিকই বলেছে, ঠিকই বলেছে! প্রতিটি বর্ণ সত্যি! আমিষ্ট ঠাণ্ড মাথায় খুন করেছি লোকটাকে!'

এ কথায় কেমন যেন হয়ে গেল ঘরের মানুষগুলো। আংকেল সিলাসের দিকে এমন ভঙ্গিতে তাকাতে লাগল যেন এই প্রথম দেখছে। তারপর শুরু করে দিল চোঁচামেচি। গোলমাল থামাতে জজ সাহেবকে টেবিলে হাতুড়ি পিটিয়ে 'অর্ডার! অর্ডার!' বলে চিৎকার করতে হলো।

কারও দিকে তাকাচ্ছেন না আংকেল। বিড়বিড় করে কিছু বলছেন। নিশ্চয় ক্ষমা চাইছেন ঈশ্বরের কাছে। সবাই চুপ করলে আবার বললেন তিনি, 'হ্যাঁ, আমিই খুন করেছি লোকটাকে! আমি অপরাধী! আমাকে শাস্তি দিন! লাঠি দিয়ে পিটিয়ে তাকে মেরেছি আমি!' আবার বিড়বিড় শুরু করলেন।

হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল টম সয়্যার। 'বুঝেছি! এইবার বুঝেছি আমি!' আংকেল সিলাসের দিকে হাত নাড়তে নাড়তে চিৎকার করে বলল, 'বসুন! বসে পড়ুন! খুনটা আপনি করেননি!'

স্তব্ধ হয়ে গেল সবাই। নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। চেয়ারে যেন ধসে পড়লেন আংকেল। অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছেন টমের দিকে। আন্ট স্যালি আর বেনিও মাথা তুলেছে, টমের দিকে নজর। ঘরের সবারই চোখ তার দিকে।

জজ সাহেবের দিকে তাকিয়ে শান্তকণ্ঠে টম অনুমতি চাইল, 'ইওর অনার, আমি কিছু কথা বলতে চাই।'

'বল।' অবাক তিনিও হয়েছেন, বুঝতে পারছেন না কি বলতে চায় টম সয়্যার।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল টম। নাটকীয় ভঙ্গিতে জনতার ওপর নজর বুলিয়ে আনল একবার, তারপর শান্তকণ্ঠে বলতে শুরু করল, 'গত দুই হপ্তা ধরে আদালতের সামনে দেয়ালে ছোট্ট একটা নোটিশ লাগিয়ে রাখা হয়েছে। সেইন্ট

লুই থেকে চুরি যাওয়া দুটো হীরা যে খুঁজে বের করে দিতে পারবে তাকে দুই হাজার ডলার পুরস্কার দেয়া হবে। যাই হোক, সে কথায় পরে আসছি। প্রথমে খুনের কথায় আসা যাক। সবই বলব আমি। কিভাবে ঘটেছে, কে করেছে, সঅব।'

আবার তাকাল সবার মুখের দিকে। একটা কথা বলল না কেউ। কান খাড়া করে রেখেছে, মুখ সামনে বাড়িয়ে দিয়েছে, টমের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার জন্যে, যাতে কোনও কথাই কান না এড়ায়।

'এই যে এই লোকটা, ব্রেস ডানলপ,' টম বলল। 'যে এখন ভাইয়ের জন্যে কেঁদে-কেটে সারা হচ্ছে, আপনার ভালো করেই জানেন বেঁচে থাকতে ভাইয়ের জন্যে বিন্দুমাত্র মায়া-মমতা ছিল না তার। সে বেনিকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। যেহেতু আংকেল সিলাস রাজি হয়নি, খেপে গেল ব্রেস, তাঁকে হুমকি দিয়ে এলো মজা দেখাবে। আংকেল জানতেন লোকটার ক্ষমতা, ওরকম একটা লোকের বিরুদ্ধে গেলে ভালো হবে না বুঝতে পেরে তাকে নরম করার জন্যে তার অকর্মণ্য পাজি ভাইটাকে খামারে চাকরি দিলেন। জুপিটার এসে বলেছিল, তাকে কাজ দিলে ব্রেসের সঙ্গে আবার মিলমিশ করিয়ে দেবে সে। তার ভাই যাতে আংকেলের কোনও ক্ষতি না করে সেদিকে খেয়াল রাখবে। সম্ভবত ব্রেসই পাঠিয়েছিল তাকে। চাকরি পেয়ে আংকেলকে বিরক্তই করল শুধু জুপিটার, যা করতে এসেছিল, কাজের কাজ কিছুই করল না। আজেবাজে কথা বলে, অপমান করে তাঁকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেল, বদমেজাজী খারাপ মানুষে পরিণত হলেন তিনি। অন্তত তাঁর বাইরের আচরণ দেখে গাঁয়ের লোকে সে রকমই ভাবতে আরম্ভ করল।

'শনিবারের কথা বলি। ওই দু'জন সাক্ষী, লেম বিবে আর জিম লেন হাঁটতে হাঁটতে সেই জায়গাটায় চলে গেল যেখানে কাজ করছিলেন আংকেল সিলাস আর জুপিটার ডানলপ। এটুকু সত্যিই বলেছে ওরা, তার পরে যা বলেছে সব মিথ্যে। তারা জুপিটারকে খুন হতে দেখেনি, লাশ দেখেনি, আংকেল সিলাস যে লোকটাকে ঝোপের ভেতরে লুকিয়েছেন বলছে, তা-ও মিথ্যে। চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখুন না কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। জবাব দিতে পারলে দিক আমার কথার। পারবে না, জানি।

'জ্যাক আর বিল বলছে, শনিবার বিকেলে একটা লোক পিঠে করে আরেকজনকে বয়ে নিয়ে গেছে। এটুকু ঠিক বলেছে, বাকি যা বলেছে, সব মিথ্যে। ওরা দেখে প্রথমে ভেবেছিল, আংকেল সিলাসের ঘর থেকে শস্যের বস্তা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে কেউ। দেখুন না ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে। ওরা যে এসব

আলোচনা করেছে, লুকিয়ে থেকে কেউ আবার শুনে ফেলবে, ভাবতেও পারেনি। পরে আস্তে আস্তে ওরা ঠিকই জেনেছে পিঠে করে কে কি জিনিস বয়ে নিয়েছিল। দোষটা আংকেলের ওপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা কেন করেছে সেটাও ওদেরকেই জিজ্ঞেস করে দেখুন। ওরা জানে মিথ্যে না বললে ওদেরও নিস্তার নেই।

'তামাক খেতে চাঁদের আলোয় একজন লোককে মাটি চাপা দিতে দেখা গেছে, ঠিক, তবে যে দিচ্ছিল, সেই লোকটা আংকেল সিলাস নন। ওই সময় তিনি বিছানায় ছিলেন।

'মাঝখানে একটা কথা বলে নিই। কখনও কি লক্ষ করেছেন, মানুষ যখন গভীর ভাবে চিন্তা করে, কিংবা উদ্বিগ্ন হয়, হাত দিয়ে তখন কিছু একটা করতে থাকে অনেকেই, নিজের অজান্তে? খেয়ালই থাকে না। বিচিত্র সব কাণ্ড করে মানুষ। কেউ চিবুকে টোকা দেয়, কেউ দেয় নাকে, কেউ গলায় হাত বোলায়, কেউ চাবির রিঙ কিংবা চেন ঘোরায়, কেউ দাড়ি প্যাঁচায়, কেউ বোতাম টানে, কেউ আঙুল দিয়ে গালে নকশা কিংবা অক্ষর আঁকতে থাকে। আমারও এরকম অভ্যাস আছে। অস্থির হয়ে গেলে, অথবা চিন্তা করতে থাকলে, গালে আঙুল দিয়ে 'ভি' আঁকতে থাকি। অনেক সময়ই খেয়াল থাকে না আমার, এরকম করছি। আরও নানা রকম কাণ্ড করে লোকে। যাই হোক, আগের কথায় আসি।

'যে শনিবারে খুনটা হয়েছে, তার আগের দিন রাতে এখান থেকে চল্লিশ মাইল দূরে ফ্ল্যাগলার'স ল্যান্ডিঙে ইঞ্জিন খারাপ হয়ে যাওয়ায় তীরে ভিড়তে বাধ্য হয়েছিল একটা স্টীমবোট। প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছিল তখন। জাহাজে একজন চোর ছিল, যার কাছে ছিল চুরি যাওয়া ওই হীরে দুটো, যেগুলোর জন্যে দু'হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে। ঝড়ের মধ্যে অন্ধকারে বোট থেকে নেমে বনে ঢুকে পড়েছিল সে। তার দুই সঙ্গীও ছিল ওই বোটে, তাদেরকে ঠকানো হয়েছিল বলে চোরটার পিছু নিয়েছিল, ওরাও নেমে পড়েছিল লোকটার পিছু পিছু। তাকে খুন করে হীরাগুলো ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে।

'চোরটা নামার মিনিট দশেক পরে নেমেছিল ওরা। অন্ধকারে নিশ্চয় ধরতে পারেনি। পরে বনের মধ্যে তার পিছু নিয়ে শনিবার সন্ধ্যায় গিয়ে পৌঁছে আংকেল সিলাসের তামাক খেতের পাশে ডুমুরের জটলায়। চোরের সঙ্গে একটা ব্যাগ ছিল, তাতে ছিল ছদ্মবেশ নেয়ার সরঞ্জাম। ডুমুরের জটলায় ঢুকে ছদ্মবেশ নিতে চেয়েছিল সে। গাঁয়ে ঢুকে নতুন মানুষ হিসেবে পরিচয় দেয়ার মতলবে। কাকতালীয় কয়েকটা ঘটনা ঘটে গিয়েছিল ওই সময়টায়। লোকটা ডুমুরের

জটলায় ঢোকার খানিক পরেই জুপিটারকে লাঠি দিয়ে বাড়ি মেরেছিলেন আংকেল সিলাস।

'চোরটাকে ডুমুরের জটলায় ঢুকতে দেখেছে তার পেছনে ধাওয়ারত দুই সঙ্গী। ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে ওরাও গিয়ে ঢুকল সেখানে। ধরে ফেলল। তারপর লাঠি দিয়ে পিটিয়ে তাকে খুন করল।

'আক্রান্ত হয়ে অনেক চেঁচামেচি করেছিল চোরটা। কিন্তু খুনীদের দয়া হয়নি। নিষ্ঠুর ভাবে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে যাচ্ছিল। শেষ না করে আর ছাড়েনি। ওই সময় ওখানে গিয়ে হাজির হলো আরও দু'জন লোক। ডুমুরের জঙ্গলেই ঢুকতে গিয়েছিল ওরা। চিৎকার শুনে দৌড়ে গিয়ে ঢুকল। ওদেরকে দেখে চমকে গেল চোরের সঙ্গীরা, ভয় পেয়ে পালাল। কিছুদূর তাদেরকে তাড়া করে নিয়ে গেল দুই আগন্তুক, তারপর ফিরে গিয়ে আবার ঢুকল ডুমুরের বনে। এখানে একটা কথা বলে নিই। চোরটাকে খুন করার পর সেই যে পালাল আর ফিরে আসেনি তার দুই সঙ্গী। এমনিতেই হীরা চুরির জন্যে খোঁজা হচ্ছে তাদের, তার ওপর রাগের মাথায় খুন করে বসেছে। ধরা পড়লে আর রক্ষা নেই। ফাঁসিতেই ঝুলতে হবে। হয়তো সেই ভয়েই আর এ মুখো হয়নি ওরা।

'আচ্ছা, সেই দু'জন কি করল, যারা পরে এলো? বলছি। চোরের সঙ্গীদের তাড়িয়ে দিয়ে ফিরে এসে ঢুকল ওরা ডুমুরের বনে। লাশটাকে চিনতে পারল। নতুন বুদ্ধি এল তাদের মাথায়। এরা আংকেল সিলাসের ঘোর শত্রু।

'শুরুতে ভেবেছিল, জুপিটার গ্রাম থেকে চলে গিয়ে সিলাসের ওপর দোষ চাপাবে, লাশ গুম করার। কিন্তু যখন সত্যি সত্যি একটা লাশ পেয়ে গেল, সুযোগটা হাতছাড়া করল না ওরা। তাদের একজন জেকের ছদ্মবেশ পরে ফেলল।'

এ পর্যন্ত বলে থামল টম। দর্শকদের মুখের দিকে তাকাল। তারপর নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল, 'সেই লোকটা কে জানেন? চোরের ছদ্মবেশগুলো খুলে নিয়ে যে পরেছিল? তার নাম জুপিটার ডানলপ!'

জোর গুঞ্জন শুরু করল জনতা। অবাক হয়ে গেছেন আংকেল সিলাসও।

'হ্যাঁ, সে-ই জুপিটার ডানলপ,' আবার বলতে লাগল টম। 'যাকে খুন করার অপরাধে দায়ী করে এখন আংকেল সিলাসের বিচার হচ্ছে। মরা মানুষটার পুরানো কাপড়চোপড় খুলে পরে ফেলেছিল জুপিটার, তার বুট খুলে পায়ে দিয়েছিল। যাই হোক, ডুমুরের জটলার ভেতর থেকে লাশটা পিঠে বয়ে সরিয়ে ফেলল অন্য

লোকটা, জুপিটায়ের সঙ্গে যে আরেকজন ছিল, সে। তারপর রাতের বেলা গিয়ে অংকেল সিলাসের সবুজ গাউনটা চুরি করল। রান্নাঘরের দেয়ালে এমন এক জায়গায় ঝোলানো থাকে ওটা, যে কেউ ইচ্ছে করলেই নিয়ে যেতে পারে। গভীর রাতে আরেকবার গেল সে আংকেলের বাড়িতে লম্বা হাতলওয়ালা বেলচাটার জন্যে। নিয়ে চলে গেল তামাক খেতে। কবর খুঁড়ে লাশটাকে মাটি চাপা দিল। কেন দিল? গাঁয়ের লোককে দিয়ে লাশটা বের করানোর জন্যে। আংকেলকে দোষী প্রমাণ করার জন্যে। আরেকটু হলেই সফল হয়ে গিয়েছিল ওরা।'

থেমে গেল টম। পুরো আধ মিনিট চুপ করে থাকল। তারপর বলল, 'চোরটা কে, জানেন? জুপিটারের যমজ ভাই জেক ডানলপ। ব্রেসের আরেক ভাই। বহুদিন আগে উধাও হয়ে গিয়েছিল যে।'

'ঈশ্বর!' চিৎকার করে উঠল কে যেন।

হৈ-চৈ শুরু করে দিল জনতা। হাত তুলে তাদেরকে চুপ করতে বলল টম। বলল, 'কে তাকে কবর দিয়েছে জানেন? তারই ভাই, ব্রেস ডানলপ।'

আরও জোরে হৈ-চৈ শুরু হলো।

'আর সেই শয়তান জুপিটার ডানলপটা এখন কোথায় আছে জানেন? ওই যে, দেখুন, বোবা-কালা সেজে বসে আছে চেয়ারে। ওর কাপড়টা হাঁটু পর্যন্ত তুললেই দেখতে পাবেন জন্ম দাগটা।'

এমন শোরগোল শুরু করে দিল জনতা, আমার মনে হল ছাত ধসে পড়বে। এক লাফে চেয়ার থেকে উঠে পড়ল ছদ্মবেশধারী লোকটা। ছুটে গেল টম। এক টান মেরে তার চোখ থেকে গগলসটা খুলে নিল। খামচি দিয়ে খুলে ফেলল তার নকল দাড়িগোঁফ। বেরিয়ে পড়ল জুপিটার ডানলপের মুখ। আরও জোরে চিৎকার করতে লাগল লোকে। আন্ট স্যালি আর বেনি ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল আংকেল সিলাসকে। দু'দিক থেকে চুমু খেতে শুরু করল।

কোলাহল থামানোর জন্যে হাতুড়ি দিয়ে টেবিলে বাড়ি মারলেন জজ সাহেব। দর্শকদের বললেন, 'থামুন, থামুন আপনারা! টমকে বলতে দিন!'

টম তখন টগবগ করে ফুটছে। হিরো হয়ে গেছে গাঁয়ের লোকের কাছে। এটাই সে চেয়েছিল। সবাই চুপ করলে আবার বলতে লাগল, 'আর বেশি কিছু বলার নেই আমার। ব্রেস আর জুপিটার নানান ভাবে আংকেলের জীবনটা বিষাক্ত করে দিয়েছিল। মাথাই খারাপ করে দিয়েছিল তাঁর। সহ্য করতে না পেরে শেষে তিনি জুপিটারকে লাঠি দিয়ে বাড়িই মেরে বসলেন। সুযোগটা পেয়ে গেল ব্রেস।

মার খেয়ে ছুটে গিয়ে ঝোপের ভেতর লুকাল জুপিটার। হয়তো ঠিক করেছিল, রাতের বেলা গ্রাম ছেড়ে পালাবে। তার ভাই তখন গুজব ছড়াবে, আংকেল সিলাস জুপিটারকে খুন করে গুম করে ফেলেছেন। বেচারার জীবনটা তছনছ করে দিয়ে তাঁকে হয় গ্রাম ছাড়তে বাধ্য করবে, নয়ত ফাঁসিতে ঝোলানোর ব্যবস্থা করবে। কোনটা করার পরিকল্পনা করেছিল বলতে পারব না। কিন্তু ঝোপের ভেতরে ঢুকে পেয়ে গেল আরও বড় সুযোগ। দেখল, ডুমুরের বনে মরে পড়ে আছে একটা লোক। ছদ্মবেশে থাকলেও দেখেই তাকে চিনতে পেরেছিল দুই ভাই। সুযোগটা কাজে লাগাল ওরা। একই চেহারা দুই যমজ ভাইয়ের। জেকের ছদ্মবেশ খুলে পরে নিল জুপিটার। লাশটাকে মাটি চাপা দিয়ে দিল অন্যজন। ওরা জানে, কদিন পর কবর খুঁড়ে বের করলে সবাই ওকে জুপিটার মনে করবে। জিম আর বিলকে টাকা খাইয়ে তাদেরকে দিয়ে মিথ্যে সাক্ষী দেয়ালো। দেখুন না ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে, কেমন হয়েছে অবস্থা। মিথ্যে বলে ধরা পড়ে গেছে তো, তাই।

'আমি আর হাকলবেরি ফিনও চোরটার সঙ্গে একই জাহাজে করে এসেছি। হীরা কিভাবে চুরি করেছিল সব কথা আমাদেরকে বলেছিল জেক। বলেছে তাকে খুন করতে চায় তার অন্য দুই সঙ্গী। আমাদের কাছে সাহায্য চেয়েছে। আমরাও তাকে কথা দিয়েছিলাম সাহায্য করব। ডুমুরের বনের দিকে সে জন্যেই যাচ্ছিলাম। ওখানে তার লুকিয়ে থাকার কথা ছিল। বনের কাছাকাছি পৌঁছেই মানুষের চিৎকার শুনলাম। ওই সময় তাকে খুন করছিল তার দুই সঙ্গী। পরদিন সকালে গিয়ে কোনও লাশ পেলাম না। খুনের সমস্ত চিহ্নও মুছে দিয়েছিল রাতের ঝড়। তারপর দেখা পেলাম ছদ্মবেশী জুপিটারের। আমরা ভাবলাম, জেক। কারণ তার পোশাকগুলোই পরে ছিল জুপিটার, বোবা-কালা সেজে ছিল, যা করার কথা ছিল জেকের। গাঁয়ের লোককে ফাঁকি দেয়ার এটাই একমাত্র উপায় ছিল জুপিটারের জন্যেও। কাজেই আমরা কিছু সন্দেহ করতে পারলাম না।

'যাই হোক, গুজব ছড়িয়ে পড়ল গাঁয়ে, জুপিটার খুন হয়েছে। সবাই খোঁজাখুঁজি করে হাল ছেড়ে দেয়ার পরেও আমরা চেষ্টা চালিয়েই গেলাম। খুঁজে বের করলাম লাশটা। খুব খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের আনন্দ মাটি করে দিলেন আংকেল সিলাস। তিনি বলে বসলেন, লোকটাকে তিনিই খুন করেছেন। লাশটা বের করেছি বলে তখন এত খারাপ লাগল, কি বলব। কিন্তু যা করার করে ফেলেছি। তাঁকে বাঁচানোর কথা ভাবতে লাগলাম তখন। ভাবলাম, জেল থেকে তাঁকে বের করে নিয়ে যাব। কিন্তু তিনি হলেন না। বললেন, অপরাধ যখন

করেছেন, তার সাজাও হওয়া উচিত।

'পুরো একটা মাস ধরে তাঁকে বাঁচানোর জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম। অনেক চেষ্টা করেছি। কোনও পথ পাইনি। আজ খালি হাতেই আদালতে এসেছিলাম। তাঁকে বাঁচানোর মত কোনও কিছুই ছিল না আমাদের হাতে। কিন্তু আস্তে আস্তে কিছু ব্যাপার পরিষ্কার হতে শুরু করল আমার কাছে, এই আদালতে বসে। এমন কিছু চোখে পড়ল যেটা ভাবনায় ফেলে দিল। নিশ্চিত হতে পারছিলাম না, ফলে বার বার তাকাতে হচ্ছিল। আংকেল সিলাস যখন মেনে নিলেন তিনিই খুন করেছেন জুপিটারকে, এই সময় ব্যাপারটা আবার চোখে পড়ল আমার। তখনই লাফিয়ে উঠে বললাম, তিনি খুন করেননি। কারণ আমি জেনে গেছি, জুপিটার ডানলপ এখানেই বসে আছে। আমার সামনে। একটা অভ্যাস আছে তার। সেটা জানি বলেই চিনতে পেরেছি।'

চুপ হয়ে গেল টম। জনতার ওপর চোখ বোলাল পুরো এক মিনিট। নাটক জমাতে চাইছে। তাকে তো চিনি আমি, সে জন্যেই বুঝতে পারছি। তারপর এমন একটা ভঙ্গি করল, যেন মঞ্চ থেকে নেমে যাবে। নিরাসক্ত কণ্ঠে বলল, 'ব্যস, যা জানি, বললাম।'

প্রচণ্ড কলরব করে উঠল জনতা। মনে হল যেন পুরো বাড়িটা থেকেই আসছে সেই আওয়াজ। সবাই জানতে চায় : কি অভ্যাস তার? যেখানে আছ সেখানেই থাক না! নামছ কেন? নাকের সামনে মূলো ধরে জিভে যেই জল এলো অমনি সরিয়ে নিয়ে যাবে, তা হবে না! বলতেই হবে লোকটা কে! লোকের ভাব-চক্কর দেখে বন্ধু-গর্বে আধ হাত ফুলে উঠল আমার বুক।

নাটকটাকে এভাবেই জমাতে চেয়েছিল সে, তাতে সফল হয়েছে। মঞ্চ থেকে নেমে যাওয়ার ভান করেছিল আসলে। কিন্তু আমি তো জানি, এখন তাকে গরুর জোয়ালের সঙ্গে জুতে দিলেও টেনে নামিয়ে আনতে পারবে না।

'না না, বলার তেমন কিছু নেই,' আরেকটা বিশেষ ভঙ্গি করল টম সয়্যার। বলল, 'আংকেল সিলাসের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখলাম তাকে। একজন নিরপরাধ মানুষের ফাঁসি হতে যাচ্ছে ভেবেই বোধহয় আস্তে আস্তে নার্ভাস হয়ে যেতে লাগল সে। উত্তেজনা ফুটল মুখে। আড়চোখে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে, আমি যে তাকিয়ে রয়েছি সেটা বুঝতে দিলাম না। অস্বস্তিতে হাত নাড়তে লাগল সে। হঠাৎ বাঁ হাতটা উঠে গেল। আঙুল দিয়ে ক্রুশ আঁকতে শুরু করল নিজের গালে। আর বুঝতে অসুবিধে হলো না কে লোকটা, চিনে ফেললাম।'

আবার উত্তেজিত চিৎকার করে উঠল জনতা। পা ঠুকতে লাগল। হাততালি দিতে লাগল। মাথা উঁচু হয়ে গেল টমের। আনন্দে কি যে করবে বুঝতে পারছে না যেন। আমার চোখ দিয়ে পানি এসে গেল খুশিতে।

নিজের উঁচু আসন থেকে নিচের দিকে তাকালেন বিচারক। টমকে বললেন, 'মাই বয়, এই ষড়যন্ত্র আর খুনের ব্যাপারে বোঝা যাচ্ছে অনেক কিছুই জানো তুমি। নিজের চোখে কিছু দেখেছ?'

'না, ইওর অনার, আমি কিছুই দেখিনি।'

'দেখনি! কিন্তু এমন ভাবে সব বললে যেন ঘটনাগুলো ঘটার সময় নিজে উপস্থিত ছিলে সেখানে! দেখনি তো বললে কি করে?'

'সমস্ত ছিন্ন সূত্রগুলো একসাথে জোড়া দিয়ে। ছোট্ট একটা গোয়েন্দাগিরি করলাম, ইওর অনার, যে কেউই করতে পারে এটা, এমন কিছু না।'

'না, তা পারবে না। তুমি যা করলে, দশ লাখে একজন পারবে কিনা সন্দেহ। তুমি একটা অসাধারণ ছেলে।'

আরেকবার হুল্লোড় করে উঠল জনতা। শতমুখে প্রশংসা শুরু হল টমের। একটা রূপার খনির বিনিময়েও এই প্রশংসা হারাতে রাজি হবে না টম। তারপর জজ সাহেব বললেন, 'যা যা বলেছ, সব ঠিক তো? মানে, তুমি শিওর?'

'নিশ্চয়, ইওর অনার। ব্রেস ডানলপ তো এখানেই আছে। আমি যা যা বলেছি তাকে অস্বীকার করতে বলুন, দেখি কেমন পারে? ...দেখুন না, কেমন চুপ করে আছে। তার ভাইও চুপ। চারজন সাক্ষীরও মুখ যেন সেলাই করে দেয়া হয়েছে।'

হট্টগোল শুরু করল জনতা। হেসে উঠল কেউ কেউ। পালকের মত উড়ছে যেন টম। জনতা আবার চুপ করলে জজ সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল সে, 'ইওর অনার, এ ঘরে একটা চোর আছে।'

'চোর?'

'হ্যাঁ, স্যার। বারো হাজার ডলারের চোরাই মাল সঙ্গে নিয়ে বসে আছে একজন।'

আরেকবার ভিমরুলের চাকে ঢিল পড়ল যেন। হৈ-হৈ করে উঠল জনতা, 'কে সেই লোক? কে? দেখাও, জলদি দেখাও তাকে!'

জজ সাহেব বললেন, 'দেখাও তাকে, মাই বয়! অ্যারেস্ট করতে হবে। কই, কোথায়?'

টম বলল, 'আমাদের ভূতপূর্ব লাশ, জনাব জুপিটার ডানলপ।'

আবার উত্তেজনা আর বিস্ময় মেশানো চিৎকার উঠল। জুপিটার নিজেও অবাক হয়েছে। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'মিথ্যে কথা! মিথ্যে কথা! আমি চোর নই! স্বীকার করছি, আগে যেসব অপরাধের কথা বলা হয়েছে, সব করেছি, কিন্তু এই একটা বাদে! আমি হীরা চুরি করিনি! আমার কাছে কোনও হীরা নেই! ব্রেসের কথা শুনে কেন যে গিয়ে এসব গোলমালে জড়লাম, নিজেকেই ধরে চাবকাতে ইচ্ছে করছে! শেরিফ, এসে দেখুন আমার সারা শরীরে তল্লাশি চালিয়ে, আমার কাছে কোনও হীরা নেই!'

টম বলল, 'ইওর অনার, ওকে চোর অপবাদ দেয়াটা অবশ্য ঠিক হবে না। চুরি ঠিকই করেছে, তবে না জেনে। তার ভাই জেক যখন মরে পড়েছিল তখন চুরিটা করেছে ও। জানতেই পারেনি, একটা মাস ধরে এত দামী হীরা বয়ে বেড়িয়েছে সে। বারো হাজার ডলারের হীরা রয়েছে তার কাছে, অথচ দিন কাটিয়েছে ফকিরের মত। হ্যাঁ, ইওর অনার, হীরাগুলো ওর কাছেই আছে এখনও।'

জজ সাহেব শেরিফকে আদেশ দিলেন, জুপিটারের দেহ তল্লাশি করার জন্যে।

শেরিফ গিয়ে তন্নতন্ন করে খুঁজলেন : জুপিটারের হ্যাটের ভেতর, মোজা, পোশাকের সেলাই করা জোড়া, জুতোর ভেতর, পকেট, কোনও জায়গাই বাদ দিলেন না। চুপ করে রইল টম। অপেক্ষা করছে। শেরিফ নিরাশ হয়ে সরে আসতেই জনতাও হতাশ হলো। জুপিটার বলল, 'দেখলেন তো, আমার কাছে নেই।'

জজ সাহেব বললেন, 'এই একটা ব্যাপারে তোমার ভুল হয়েছে, টম সয়্যার, মাই বয়।'

এমন ভঙ্গি করল টম, যেন সত্যিই চিন্তায় পড়ে গেছে। মাথা চুলকাল। তারপর হঠাৎ মুখ তুলে বলল, 'পেয়েছি! কোথায় আছে, পেয়েছি! ভুলে গিয়েছিলাম!'

ভুলে যাওয়ার কথাটা ডাহা মিথ্যে, আমি জানি। চুপ করে রইলাম। টম বলল, 'কেউ কি একটা ছোট্ট স্ক্রু-ড্রাইভার এনে দিতে পারবেন আমাকে? জুপিটার, আপনার ভাইয়ের হাতব্যাগের ভেতরে টুলস থাকে, আমি জানি, নিশ্চয় স্ক্রু-ড্রাইভারও আছে। হীরাগুলো সরিয়ে ফেলেননি তো?'

'না না, সরাইনি! পেলেও রাখতাম না! ফেলে দিতাম! ওই আগুন কে রাখে!'

'হুঁম, তার মানে সত্যিই জানেন না। ওগুলো ওখানে আছে।'

শেরিফ খুঁজে যাওয়ার পর আবার বুট পরে ফেলেছে জুপিটার। স্ক্রু-ড্রাইভার এনে দেয়া হলো টমকে। জুপিটারকে বলল সে, 'চেয়ারের ওপর পা তুলুন তো।' যা করতে বলা হলো করল জুপিটার। ঝুঁকে বসে স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে জুতোর গোড়ালির নিচের ধাতব পাতি খুলতে শুরু করল টম। সবাই তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে। নিঃশ্বাস ফেলতে ভুলে গেছে যেন। গোড়ালির কুঠুরি থেকে বড় একটা হীরা বের করে আনল টম। হাতের তালুতে নিয়ে দেখাল। আলো পড়ে ঝিক করে উঠল ওটা। ঘরে পিনপতন নীরবতা। জুপিটারকে দেখে মনে হলো জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবে। আরেকটা হীরা যখন বের করল টম, আরও খারাপ হয়ে গেল তার অবস্থা। একটু আগেই বলেছে, পেলে ফেলে দিত, এখন তার চেহারাই বলছে কি জিনিস হারিয়েছে সে। ওগুলো নিয়ে পালিয়ে যেতে পারত ইংল্যান্ডে। কে আর তখন ধরে? অনেক টাকার মালিক হতে পারত।

আদালত কক্ষে সাংঘাতিক উত্তেজনা। সবার মধ্যমণি হয়ে উঠেছে টম। হীরাগুলো হাতে নিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন জজ সাহেব, কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করলেন, চশমাটা ঠেলে তুলে দিলেন মাথার ওপর, তারপর বললেন, 'এগুলো আমি রেখে দিলাম। আসল মালিককে ফিরিয়ে দেব। নিশ্চয় পুরস্কারের দু'হাজার ডলার পাঠাবে ওরা। সেগুলো তোমার হাতে তুলে দেয়ার সময় খুশিই লাগবে আমার। টাকাটা তুমি উপার্জন করে নিয়েছ, টম সয়্যার। আর অনেকগুলো ধন্যবাদ পাওনা হয়েছে আমাদের সবার তরফ থেকে। একটা অন্যায় করতে যাচ্ছিলাম আমরা, আমাদেরকে বাঁচিয়েছ। একটা নিরপরাধ পরিবারকে রক্ষা করেছ। একজন সম্মানিত মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছ। ধরিয়ে দিয়েছ কয়েকটা শয়তান জানোয়ারকে!'

এই সময় জনতার হাততালির সঙ্গে যদি বাদকদল বাজনা বাজাতে শুরু করত, তাহলে খুব খুশি লাগত আমার। টমেরও লাগত, পরে বলেছে। আমাকে সে।

ব্রেস ডানলপ আর তার সাঙ্গাপাঙ্গদের হাতে হাতকড়া পরালেন শেরিফ। পরের মাসেই ওদের বিচার করে জেলে পাঠালেন বিচারক। গাঁয়ের সবাই আবার ভিড় করতে লাগল আংকেল সিলাসের ছোট্ট গির্জায়। আবার ভালোবাসতে লাগল তাঁকে আর তাঁর পরিবারকে, এমন অবস্থা, ভালবেসেই যেন প্রাণ ভরছে না ওদের। আংকেলও তার গির্জা আর ধর্ম নিয়ে এমন বাড়াবাড়ি শুরু করলেন, তাতে জড়ালে মাথা খারাপ হয়ে যাবে তোমার। সারমন শেষে বাড়ি ফেরার পথে

চোখে অন্ধকার দেখবে। লোকে অবশ্য বলে উল্টোটা। এত উজ্জ্বল আর পরিষ্কার সারমন নাকি তারা আর শোনেনি। ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাওয়ার জন্যে গির্জায় বসে হুহু করে কাঁদে তারা। কিন্তু আমার মনে হয়, মাথার ভেতরে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, শক্ত হয়ে যাচ্ছে মগজটা। যাই হোক, ধীরে ধীরে আবার সুস্থ, স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন আংকেল সিলাস, শান্তি ফিরে এলো পরিবারে। টম আর আমাকে এমন ভালোই বাসতে লাগল, যে কি বলব। ওদের জন্যে যদিও আমি কিছুই করিনি, তবু আমাকেও খুবই আদর করল। তারপর, দু'হাজার ডলার এলো একদিন। অর্ধেকটা আমাকে দিয়ে দিল টম। কাউকে বলল না সেকথা। তাতে অবাক হলাম না আমি। তাকে তো চিনি।

(শেষ)

--- E-Book Created By ---
Md. Ashiqur Rahman